গীতি-অর্ঘ

সত্যর্ষি শ্রীশ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী

গীতি-অর্ঘ

সত্যায়তন প্রচারক সংঘ
কলিকাতা ৪০

প্রকাশকের নিবেদন

যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াও জীবনের নানা ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া শিক্ষা-প্রচারে, সমাজ-সেবায় ও সাহিত্য-চর্চায় পূজ্যপাদ সত্যর্ষি শ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামীজী যে সংগঠন-ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সম্যক উপলব্ধি আমরা যেদিন লাভ করিব, সেইদিনটি সমগ্র দেশের পক্ষে একটি পরম শুভদিনরূপে গণ্য হইবে। বহুমুখী তাহার প্রতিভা। একাধারে তিনি যোগী, দার্শনিক, যুগোপযোগী ধর্মতত্ত্বের উদ্‌গাতা, বাগ্মী, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। তাঁহার নানা বিষয়ক অমূল্য প্রবন্ধরাজি আমাদের জ্ঞানরাজ্যে নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে। তাঁহার একাধিক নাটক সুধী ও সাহিত্যিকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

যা-কিছু নিজের আনন্দে তিনি লেখেন বা বলেন। তাঁহার সমগ্র লেখা ও বাণী প্রকাশিত হইলে আমাদের অনেক কল্যাণ সাধিত হইত কিন্তু তিনি তাঁহার রচনাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশ সম্বন্ধে বরাবরই উদাসীন। সম্প্রতি তাঁহার অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় তাঁহার রচনার কয়েকটি সংকলন-গ্রন্থ বাহির হইয়াছে এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

যে ১৫১টি গান এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল তাহারা হেথায় সেথায় বিক্ষিপ্ত ছিল, বহু আয়াসে তাহাদের সংগ্রহ করিয়াছি। এই গানগুলি তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাঁকুড়ার সত্যায়তন মহামন্দিরের ও পুরীধামের

মহিলা কুটীর শিল্প শিক্ষাশ্রমের নানা উৎসব উপলক্ষ্যে এবং সৎসঙ্গে উপদেশদান প্রসঙ্গে রচনা করেন। এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোক, এ ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশে সম্মতি দিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস, গানগুলি আমাদের যেরূপ আনন্দ ও অনুপ্রেরণা দিয়াছে, অন্যান্য পাঠক-পাঠিকারাও সেইরূপ গানগুলির অন্তর্নিহিত ভাবরস ও রচনা-শৈলীর উৎকর্ষ উপভোগ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন নিবেদন ॐ মিতি—

বিনত

পতিতপাবন

ভূমিকা নয়, মনের কথা

ভাবিনি কোনো দিন, এই হারানো ছড়ানো গানগুলি কুড়িয়ে নিয়ে কেউ বই ছাপাবে। আমি কবি বা সাহিত্যিক নই। ছাত্রজীবনে কবিতা লেখার বাতিক জেগেছিলো বটে একবার, লিখেছিলামও কিছু। সে বাতিক ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সামান্য কয়েকটি কবিতা চোখে পড়তেই। তারপর আর এ দুর্বুদ্ধি মাথায় আসেনি।

গান রচনা করেছি অনেক, পর্ব উপলক্ষ্যে সভাসমিতির অভিনন্দন উপলক্ষ্যে ফরমাসি গান। আজ আর তার কোনো লিখিত অস্তিত্ব নেই। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন ও বিদেশী বর্জনের হুজুগে স্বদেশী-সংগীত লিখেছিলাম অনেকগুলি এবং পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে প্রচারও করেছিলাম "স্বদেশী যাত্রা"র নামে। সে সব খাতা পুলিসের হস্তগত হয়েছিলো, আর ফেরত পাইনি। তারপর এলো পরিব্রাজক জীবন, তখন আর কিছুই লিখিনি।

গীতি-অর্ঘের গানগুলি রচিত হয়েছে ১৯২৬ খৃঃ অঃ থেকে "সত্যায়তন-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বিভিন্ন সময়ে। এর কতকগুলি বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রয়োজনের তাগিদে, কতকগুলি সৎসঙ্গে জিজ্ঞাসুদের জিজ্ঞাসার উত্তর ব্যপদেশে ও সাধন-কৌশলের ইঙ্গিত রূপে রচিত। আমার ব্যক্তিগত মনোভাবের ও অনুভূতির ছায়াও অবশ্যই কিছু আছে এর মধ্যে।

আমি সাধারণতঃ প্রচীন কবিদের রচিত সাধন-সঙ্গীতের অনুরাগী, কিন্তু আমার চিত্ত পরিপূর্ণ করে রেখেছে ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের গানে, কেবল তাঁর কবিত্ব-প্রতিভার জন্যে নয়—অধ্যাত্মভাবের প্রকৃষ্টতম

বিকাশের জন্যে। কবিগুরুর ভাবসঙ্গীতগুলিকে আমি বাঙলাভাষায় রচিত মানব-ধর্মোপনিষদ মনে করি, এবং জনসাধারণের পক্ষে আর্ষ উপনিষদের বাণী অপেক্ষাও শ্রেয়তর-প্রেয়তর বোধ করি। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের সত্যতত্ত্ব প্রকাশের ভঙ্গী ও সমন্বয় প্রকরণ অনন্যপূর্ব অসাধারণ।

এ সত্য স্বীকার করতে আমি গৌরব বোধ করি যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরে শব্দে ও ভাবে আমি অনুপ্রাণিত। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে আর্যসূত্র সমূহের সমমর্যাদায় আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে ঋষি-কবির ভাব-ধারার অনুসরণ করে থাকি। এটাকে অপরাধ বললেও আমি নিরুপায়। আমার বিশ্বাস যে ভাব সত্য সুন্দর ও শিব সে নিত্য সম্পদ সার্বভৌম ও সর্বজনীন, কবি কথিত হয়েও সে বাণী অপৌরুষেয়, এবং এইরূপ সত্যানুভূতি-লব্ধ উপাদান নিয়েই রবীন্দ্র-সঙ্গীতরূপিনী তিলোত্তমার স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। বিশ্বের মানুষ সমভাবে এ সম্পদ ব্যবহার করার অধিকারী।

আমার মূল বক্তব্য এই যে যাহা সত্য শিব সুন্দর তাহা যে কোনো ব্যক্তিদ্বারা যেখানে যেভাবেই সঙ্কলিত বা আবিষ্কৃত হোক্ না সে সম্পদ গ্রহণ করে ও প্রদান করে আনন্দ লাভ করার অধিকার আছে সকলের।

গীতি-অর্ঘের গানগুলি যে কেউ নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারবে নিজের ইচ্ছানুরূপ সুর যোজনা করে; তাতে অনুমোদন অনাবশ্যক। প্রকাশিত গানগুলি জনপ্রিয় হবে কি না সে ভাবনা আমার নেই, সে দায়িত্বও আমার নয়, সব দায়িত্ব প্রকাশকদের।

পুরী
১৩৬১ আশ্বিন।

যোগজীবনানন্দ

গীতি-অর্ঘ—সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

স্তুতি

বন্দনা

প্রার্থনা

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রভাত ফেরী

শোভাযাত্রা

সাধন-সঙ্গীত

বিষয় | | পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিবিধ

সত্যর্ষি শ্রীশ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী

গীতি-অর্ঘ

॥ ১ ॥

অন্ধ অতীত জীর্ণ প্রাচীন প্রেমে—
জীবন-নদীর প্রবাহ গিয়েছে থেমে।
গতির দুয়ারে রচেছি প্রাচীর কারা,
জয়ের স্বপন অবরোধে পথহারা।
সারথি! তোমার আশীষ আসুক নেমে,
অবরোধ-বাধা ভেঙে চুরে যাক্ থেমে।
আশীষ-ধারায় বহিয়া আসুক জয়,
লভিব মহান্ অজানার পরিচয়।

দীনতার মোহ উদারতা করে নাশ,
মানুষের লোভ মানুষে করিছে গ্রাস,
শিক্ষার পথে সত্যের সাড়া নাই,
অন্ধ সাজিয়া আলোকেরে ভুলি তাই।
সারথি! তোমার পথ কেটে নিক্ রথ,
অচল জীবন দেখুক চলার পথ
নব প্রেরণায় বুঝিব ক্ষতির ক্ষয়
গাহিব আবার নব চেতনার জয়।

চলার ছন্দে চলিব এবার তবে,
অতীত দ্বন্দ্ব ভুলিব আমরা সবে।

সত্য-পথেতে ভেদ ভুল জেগে নাই—
কর্ম-জীবনে চাহিনা বিলাস বালাই।
সারথি! এবার গতির গীতিকা গাও
অবশ চিত্তে সবলতা এনে দাও।
অতীতের গ্লানি অতীতে হউক লয়—
আমরা গাহিব নবজীবনের জয়।

॥ ২ ॥

তুমি এসো হে—আজি এসো হে, হে প্রিয় মহান্!
ধন্য করিয়ে দীন কুটীর, পূর্ণ কর হে প্রাণ।
আজি কোন্ ফুলে পূজা করি নিবেদন,
কি মন্ত্রে তোমার হবে আবাহন,
কোন্ ছন্দে তব ওগো সুধীবর!
গাহিব বন্দনা-গান?
দয়া করে শুধু এসো হে,
শূন্য মন্দিরে বোসো হে!
মুগ্ধ হৃদয়ে শ্রদ্ধা-অঞ্জলি
তোমারে করিব দান—
খুলে দাও গুরো! অন্ধ নয়ন
অজ্ঞানে দেহ গো জ্ঞান॥

চৈত্র, ১৩৩৬

॥ ৩ ॥

হৃদয়-আসন পাত্‌বো হেথায়
হে অতিথি!
বিশ্ব-দোলার তালে গা'ব
মিলন-গীতি—
(আজি) হে অতিথি!
দখিন হাওয়া বেড়ায় সঞ্চরি
চঞ্চলিছে আমের মঞ্জরী
অঞ্জলিতে পূর্ণ তারি
মিনতি-প্রীতি—
(আজি) হে অতিথি!
গন্ধে-ভরা উত্তরী ওই
উড়্‌ছে আকাশে—
হোমের শিখা তোমার আশায়
জ্বল্‌ছে পলাশে—
বিশ্ব দোলার সুরের তালে
মুক্তি-নাচের নাট্যশালে
চিত্ত-পটে ফুট্‌ছে তোমার
মধুর স্মৃতি—
(আজি) হে অতিথি!

চৈত্র, ১৩৩৫

॥ ৪ ॥

হে মহামহিম, হে দূর অসীম,
হে সান্ত নিকটতম—নমো নমো !
অজ্ঞান-আঁধারে জ্ঞানের আলো
আনন্দ-পরশে জ্বালো প্রিয় জ্বালো,
অন্তর-তমো নাশো হে অন্তরতম !
চঞ্চল ব্যাকুল চিত্ত মম
করো গো শান্ত, করো গো সম-
সত্য করো হে, শিবময় করো,
সুন্দর করো হে চিরসুন্দর,
পুণ্য-আশীষে অমৃতোপম।

নমো নমো নমো, বন্দি হে তোমায় অন্তরতম,
নমো নমো নমো নমো।
আরতির ছলে এই নিবেদন,
এ নহে মিনতি—নহে আকিঞ্চন,
এ মোর দক্ষিণা কর হে গ্রহণ
যা-কিছু সকলি মম।
দূর কর প্রভো, দূর কর হে, দুঃখ-ভ্রান্তি-দৈন্য,
কর পুণ্য, কর শূন্য, কর ধন্য—
তুমি মরমের ব্যথা নয়নের জল,
বিরহ মিলন-আনন্দ উছল

রসানাং রসোত্তম।
তুমি কাননে পিয়াসী কলি,
মলয়-মোদিত উদাসী অলি,
গগনের চাঁদ, সরসে কুমুদ,
তুমি সকলি হে সকলি—
তুমি জীবন-মরণ, সুপ্তি স্বপন, প্রাণেরি পরাণতম,
ওগো জীবনের সাথী—পূজার দেবতা,
ক্ষম হে আমারে ক্ষম।

১৩৩৯ সাল

॥ ৬ ॥

এসো হে সুন্দর, প্রিয় মনোহর,
এসো প্রাণ-প্রিয়তম হে!
আজি সারা দেহ মনে জাগিছে প্রণতি
নমো নমো নমো হে!
আরতির দীপ জ্বলিছে গগনে,
পূজার কুসুম কাননে কাননে।
শুধু আঁখিবারি ঝরিছে নয়নে
ধোয়াতে চরণ যুগল হে!
ওগো প্রাণেরি দেবতা, এই পূজা মোর—
প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি লহ চিত-চোর,
মম জীবন মরণ কর হে গ্রহণ
এই নিবেদন হে!

ফাল্গুন, ১৩৪৪

॥ ৭ ॥

তোমারে প্রণাম করি!
তুমি চারিধারে অন্তরে বাহিরে
রয়েছ এ বিশ্ব জুড়ি,
তোমারে প্রণাম করি!
পদে পদে আমি করিয়াছি ভুল,
তুমি দেছ স্নেহ অপার অতুল,
বিনিময়ে তার বেদনার ভার
দিয়েছি অবজ্ঞা করি!
(আজি) তোমারে প্রণাম করি।
ভেবেছি তোমারে স্বতন্ত্র নিঠুর,
কে জানিত তুমি একান্ত মধুর!
ক্ষম মোরে ক্ষম ওগো প্রিয়তম!
তোলো গো দু-হাত ধরি,
তোমারে প্রণাম করি।

চৈত্র, ১৩৪৩

॥ ৮ ॥

এসো হে অন্তরে এসো!
হে চিরবাঞ্ছিত প্রিয় হৃদয়েশ,
এসো হে হৃদয়ে এসো!
তুমি এসেছ মাধবী রাতে,
সুন্দর শারদ প্রাতে,

রৌদ্রতপ্ত গ্রীষ্মে এসেছ
স্নিগ্ধ জলদ-বেশ !
তুমি এসেছ মালতী-গন্ধে
মন্দ মলয়-ছন্দে
বরষে বরষে বিষাদে হরষে
এসেছ হে পরমেশ—
আজি উৎসব-নন্দিত প্রাণে
এসো উল্লাস-মুখর গানে
এসো হে পূর্ণ সত্য সুন্দর,
এসো হে—আজি এসো ॥

চৈত্র, ১৩৪১

॥ ৯ ॥

কে ফাগুনের ফুলবনে এসেছে সুন্দর সাজে !
পলাশে জল্‌ছে আলো, কোকিল-বাঁশরী বাজে।
মুকুল-মঞ্জরী অর্ঘ-বরণে
বিটপী বরিছে তাঁরে,
বিহগ-কূজন মঙ্গল-শঙ্খ
বাজিছে কানন-দ্বারে—
এসো গো, অতিথি এসো হে !
এসো সত্য-মঙ্গল-সাজে
শুষ্ক ধরণী মাঝে !
এসো সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া,

শান্ত-শীতল চরণ-চিহ্ন
ব্যথিত বক্ষে আঁকিয়া,
এসো, সকল দুঃখের সান্ত্বনা-সমীর
এসো হে হৃদয়মাঝে ॥

চৈত্র, ১৩৪১

॥ ১০ ॥

অতিথি আজ এলো দ্বারে
দুয়ার খোলো—দুয়ার খোলো,
বরণ করো এ আনন্দ,
আজকে সকল দুঃখ ভোলো।
বিজয়-শংখ বাজিয়ে গেল
মেল অলস আঁখি মেল,
বাজিয়ে গেল—
আঁধার কারার বাইরে এসো
জাগার সময় হ'লো।
তুচ্ছ তুমি নহে—মানুষ তুমি, অভয় রাখো মনে,
বিশ্ব-সভায় তোমার আসন বিশ্ববাসীর সনে,
সবার সাথে বইতে সমান ভার,
বুঝে নিতে আপন অধিকার
আছে অধিকার—
আজকে মাথা তোলো—আজকে মাথা তোলো।

১৩৪২ সাল

॥ ১১ ॥

মধু রাতে এলো বঁধু
বেয়ে তাঁরি আলোর খেয়া!
লেগেছে সবুজ পালে
গন্ধমাখা চৈতী হাওয়া।
সুখ-সায়রের যাত্রী ওরে,
নে রে তাঁরে বরণ করে,
অতিথি তোর এলো দ্বারে—
ভুলে যা আর সকল চাওয়া।
দিবি তাঁরে কী অঞ্জলি,
কোন্ ফুলে আজ ভরবি ডালি,
কোন্ দরজা দিবি খুলি
কোন্ সুরে গান হবে গাওয়া?
ধূপে যে আজ মধু-গন্ধ,
হোমের শিখায় মধু-ছন্দ,
মধু মলয় বইছে মন্দ!
মধুময় আজ সকল পাওয়া।

চৈত্র, ১৩৪৩

॥ ১২ ॥

ওগো বন্দিত, আজি নন্দিত কর
মিটায়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হে।
সুপ্তি ভাঙ্গাও চিত্ত জাগাও
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
পবন দোলার তালে তালে,
উজ্জল আলোয় ফুলে ফুলে,
মুক্তি-আশা ছুটছে ধেয়ে
অমল-কমল-গন্ধে হে,
মুক্তি নাই রে শুক্‌নো পাতায়
কালির লেখা শাস্ত্রেতে—
মুক্তি নাই রে বেদবিধি আর
মাটির গড়া মূর্তিতে—
বিশ্ব-সুরের ছন্দে তালে
নিত্য-বোনা ধ্যানের জালে
সত্য-সুতায় মুক্তি-বাণী
যুক্ত প্রণব-মন্ত্র হে।

১৩৩৭ সাল

॥ ১৩ ॥

তুমি যে আজ এলে নেমে
কঠিন ধূলির মাঝে,
উজল তোমার আসন ছেড়ে—এ আসন কি সাজে ?
তোমার সভায় গুণী যাঁরা,
যে সুরে গান গায় গো তাঁরা,
সে সুর কি আর দেবে সাড়া
ভাঙা বীণার মাঝে ?
তোমার গলায় মালা দিতে
ব্যথা যে আজ বাজে চিতে
আমি শুক্‌নো ফুলের মালা নিয়ে
দাঁড়াবো কোন্ লাজে ?
ধূম্র মলিন ক্ষুদ্র দীপে
জ্বালিয়ে আলো অন্ধকূপে
দেখ্‌তে যে চাই বিশ্বরূপে
বিষাদ-ঘন সাঁঝে—
এই যে আমার ঘোর দুরাশা,
মৌন চিতের নীরব ভাষা,
মিটবে নাকি—ফুটবে নাকি
লাগবে নাকি কাজে ?
জীবন-বীণার তারে তারে
কখনো কী বাজ্‌বেনা রে
অরূপ, তোমার আসন ঘিরে
আপনি যে সুর বাজে ?

চৈত্র, ১৩৩৮

॥ ১৪ ॥

নমস্কার—নমস্কার—তোমায় নমস্কার !
তুমি পথহারারে পথ দেখালে, ঘর ছাড়ারে ঘর,
কূল হারারে কূল চেনালে, অপারেরি পার।

কী ঢেউ দিলে গগন ছেয়ে ?
বাঁচ্‌ল পবন পরাণ পেয়ে
চম্‌কে চাহে রবি-তারা
ঝরনা ঝর ঝর—
বিশ্ব-বীণে কাঁপন জাগা বাজিল ঝঙ্কার !
নমস্কার—নমস্কার—তোমায় নমস্কার।

মর্তে তোমার অরূপ ছায়া,
রূপের মাঝে পেল কায়া,
বাণী তোমার ফুট্‌লো সুরে
জাগ্‌লো চরাচর—
জগৎ জুড়ে উঠ্‌লো ধ্বনি—"গভীর ওঁম্‌কার",
নমস্কার—নমস্কার—তোমায় নমস্কার।

১৩৩৯ সাল

॥ ১৫ ॥

হোক না রে তোর ভাঙা বীণা,
বাজা রে তুই বাজা।
চুপ করে কী থাক্‌বি পাগল,
আস্‌ছে যে তোর রাজা!
বাজা রে তুই বাজা।
নাই বা রইল স্বর্ণভূষণ,
হলোই বা তোর ছিন্ন বসন,
জীর্ণ কুটির শূন্য আসন,—
তবুও তুই সাজা,
আসছে প্রাণের রাজা।
বাজা রে তুই বাজা।
নাই যদি তোর জ্বলে আলো—
শুধুই থাকে আঁধার কালো,
যা আছে তোর সেই তো ভালো
সহজ বেশে সাজা—
ঝেঁটিয়ে পথের ময়লা-ধূলি
চলে্‌র প্রেমের নিশান তুলি,
তুই, আপন ব্যথা যা রে ভুলি,
আনন্দে আজ বাজা!
আসবে সত্য-রাজা।

ফাল্গুন, ১৩৩৯

॥ ১৬ ॥

দয়া করে' যদি এসেছ—এসেছ হে,
রুদ্ধ তামস মাঝে।
উজল স্নিগ্ধ দীপ্ত পাবক,
শুদ্ধ ঋত্বিক-সাজে!
তারো হে পতিতে তারক-মন্ত্রে
করি দীক্ষিত সব নর-নারী,
করো হে শিক্ষিত নবীন তন্ত্রে
বিবেক-বিহিত সত্য প্রচারি।
বাঁধো দৃঢ় সুর শিথিল যন্ত্রে
যেন বিজয়-ডংকা বাজে ॥
আজি অতীত গৌরব-ধন্য
পুণ্যবাহিত ভারতবর্ষ,
হীন পতিত রৌরব-মন্য
দৈন্য-তাপিত বিগত-হর্ষ,
পাসরি সত্য মুক্তি-আদর্শ ভাক্ত আচারে রাজে ॥
তুমি স্বাস্থ্য-সম্পদ-মুক্তি-পন্থা
চিনাও প্রমত্ত ভ্রান্ত পান্থে,
হে গুরো দয়াল, ভ্রান্তিহন্তা
একান্ত মিনতি চরণ প্রান্তে।
ওহে অভয়-বরদ সত্য-মন্তা,
অভয় করগো কাজে ॥

১৩৩৬ সাল

॥ ১৭ ॥

"শুভ-দিনের অতিথি!
এলে তুমি কোন্ সত্য-আলোর পথ ধরে'?
অংগে তোমার পুণ্য-জ্যোতি—
বিজয়-নিশান উড়ছে করে॥
কণ্ঠ তোমার মর্ম ছুঁয়ে, মনের কালি দেয় গো ধুয়ে
কোন্ অতীতের স্মৃতি দিয়ে জন্ম-মরণ লুপ্ত করে।
তরুণ তোমার হৃদয়খানি,
করুণ তোমার মর্ম-বাণী,
কি দুখে আজ এ রাগিণী
গাইছ এমন সুরে?—
কি নাই, তোমার নাই—ওগো নাই?
আমি দিব তোমায় তাই—ওগো তাই।"
—"আমি প্রাণটি তোমার চাই,
দাও যদি প্রেম পূর্ণ করে'॥"
"কত জন্ম জন্ম থেকে—
আস্‌ছি তোমায় ডেকে ডেকে,
দেবে কি প্রাণ দাও আমাকে
অশ্রুজলে সিক্ত করে"।
"দেব আমি তোমায় দেব গো—
চিনেছি আজ সত্য-আলো,
নাও গো দয়াল, নিয়ে চলো
অন্ধজনার হাত ধ'রে॥"

চৈত্র, ১৩৩৫

॥ ১৮ ॥

উড়ায়ে নিশান বাজায়ে বিষাণ এসোহে ধর্মবীর!
জীবন-মরণ-দহনে অটল সত্য-শরণে উন্নত-শির ॥

ধন্য তোমার কর্মভূমি, পুণ্য তোমার দেশ—
যুদ্ধ তোমার অস্ত্র-শূন্য,
বর্ম—প্রীতি, ধর্ম—দৈন্য ;
নীতি—সাম্য প্রেম মৈত্রী বর্জিত হিংসা দ্বেষ।
সত্য তুমি—পূর্ণ তুমি, স্বাধীন তোমার দেশ ॥

ধর্ম তোমার—কর্ম তোমার শূন্য স্বার্থ-লেশ,
দুঃখ তোমার অংগ-ভূষা,
সত্য তোমার মুখের ভাষা,
সাধনা—ধৈর্য, নীরবে সহিতে অশেষ যাতনা ক্লেশ।
সত্য তুমি—পূর্ণ তুমি, স্বাধীন তোমার দেশ ॥

মুক্ত তুমি, শুদ্ধ তুমি যদিও বন্দি-বেশ,
মিথ্যা তোমার কঠিন কারা,
চিত্তে তোমার মুক্তি-ধারা,
মানুষ তুমি—তাপস তুমি, মোক্ষ লক্ষ্য-শেষ।
সত্য তুমি—পূর্ণ তুমি, স্বাধীন তোমার দেশ ॥

[মহাত্মা গান্ধী স্মরণে]
১৩৩৭ সাল

॥ ১৯ ॥

গাহো ওঁম্—গাহো ওঁম্—গাহো ওঁম্।
আবরি পল্লী, পথ, তরু, বল্লী,
সাগর, অদ্রি, নগর, কানন।
বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র,
নর, নারী, ধনী, দরিদ্র,
এসো আজি—এসো বন্ধুগণ,
গাহো ওঁম্—গাহো ওঁম্—গাহো ওঁম্।
লংঘি হিমাচল জ্বালি হোমানল
প্রথম প্রভাতে করেছ যে পণ
"ভাবিবে সত্য—কহিবে সত্য—ভজিবে ওঁম্"
গাহো ওঁম্—গাহো ওঁম্—গাহো ওঁম্।
পূত হোমানলে এসহে সকলে
আহুতি দেহ আজি স্মরিয়া ওঁম্!
ওঁম্কার-অধিকার নিত্য যে সবাকার—
কী বিচার কর অকারণ?
গাহো ওঁম্—গাহো ওঁম্—গাহো ওঁম্।
শব্দ বিনে আর কী বুঝিতে পাবে তাঁর
প্রণব বাচক যাঁর—সত্য-সনাতন!
ভজ সবে ওঁম্—গাহো সবে ওঁম্
মানব মানবী সব জীবগণ,
ওঁম্ সত্যম্—ওঁম্ সত্যম্—ওঁম্ সত্যম্।

১৩৩৮ সাল

॥ ২০ ॥

পুণ্যালোকের আহ্বান এলো
ধন্য আজি হ'ল ধরা,
কে যাবি ভাই, আয়রে, আয়
আয় চলে আয় সবাই ত্বরা !

ছোট-বড় নাইকো যেথা, ভাই বোঝে সব ভাইয়ের ব্যথা,
ভগ্নী যেথায় মুছায় অশ্রু ঘুচায় বেদনা,
নিত্য মেলে মায়ের কোলে পিতার সান্ত্বনা ;
সুখ-শান্তি পূর্ণ সে যে মুক্ত স্নিগ্ধ সুধাভরা,
আয় রে আয়—আয় রে আয়—
আয় ছুটে ভাই, সবাই ত্বরা।

নাইকো হেলা, নাইকো ডর, বাছে না কেউ আপন-পর,
সাম্য মৈত্রী মূর্ত যেথা, প্রেমে নাহি বঞ্চনা,
অর্থ তথা না পায় পূজা, দৈন্যে নাহি লাঞ্ছনা।

*   *   *   *   *

পুণ্যতীর্থ—মানব-হৃদি, "সত্য" যেথায় শাস্ত্র বিধি
প্রণব মন্ত্রে, সাধন তন্ত্রে সম অধিকার,
স্বার্থশূন্য বিশ্বসেবা ধর্ম সারাৎসার।

*   *   *   *   *

সুখ-শান্তি পূর্ণ সে যে মুক্ত স্নিগ্ধ সুধাভরা,
আয় রে আয়—আয় রে আয়—
আয় ছুটে ভাই সবাই ত্বরা।

১৩৩৯ সাল

॥ ২১ ॥

দূরকে আজি নিকট কর হে
ভেদের বাধা ঘুচিয়ে দিয়ে,
পরকে ডাকি আপন কর হে
মনের মলা মুছিয়ে দিয়ে।

সকল শূন্য পূর্ণ কর হে
সকল দৈন্য ভুলিয়ে আজ,
উন্নত শিরে দাঁড়াও সকলে
দূর কর হে সকল লাজ—
সবার বেদনা ঘুচাও সকলে
যার যতটুকু শকতি দিয়ে,
সবার সান্ত্বনা সকলে আমরা
"একটি" আমরা সকল নিয়ে।

সকল-স্পর্শ-তীর্থ-সলিলে
পূর্ণ কর হে মঙ্গল-ঘট,
সকল-বক্ষঃ-শক্তি বরণে
রঞ্জিত কর হে চিত্রপট।
হৃদয়-মন্দিরে জাগাও দেবতা
সাম্য-মৈত্রী-সত্য দিয়ে,
জাগিয়া উঠুক সুপ্ত বিরাট
সকল জাগ্রত মানুষ নিয়ে।

চৈত্র, ১৩৪১

॥ ২২ ॥

চির-সুন্দর ! দীন-মন্দিরে আজি
উজল আলোক-ভাতি।
তব চরণ-পরশ-লালসে রেখেছি
হৃদয়-আসন পাতি।
তব নাম-ঝংকার-রাগ হীনা
মম মিথ্যা-মুখর মানস-বীণা
বাজুক ছন্দে আজি আনন্দে
আবরি উৎসব-রাতি।
তব পুণ্য-মিলন মধুর-সঙ্গ
ধন্য করুক সকল অংগ,
চিরবাঞ্ছিত-স্মৃতি, সঞ্চিত
রাখিব মরমে গাঁথি—
সত্য-উদয়-অচল-পথে
এসেছ তাপস, অরুণ রথে,
নব-জীবন মধুর প্রাতে
এস হে জীবন-সাথী।

চৈত্র, ১৩৩৫

॥ ২৩ ॥

গহন তিমির তীরে
আলোক-বন্যা ধীরে
প্রথম উদিত কিরণধারে
অভিনন্দনে বন্দনা জানালো কারে ?

সে যে ভারতের ঋষি—পরিহিত চির বল্কল—
তাদের সন্তান, আজি জয়-গৌরবে উচ্ছ্বসি চল্‌ ॥
বিজন বনানী হ'তে
ধ্যানের বিজয়-রথে
অমৃত-কলসী বহিয়া আনিল কে ?
সত্য-সন্ধানে জ্ঞান-বারিধি মন্থন করিল যে—
সে যে·গো ভারত-সাধনা বল
পরশে যাহার নিখিল চিত্ত মেলিল দল ॥
সৃষ্টির আদিম প্রাতে
অভয় কল্যাণ হাতে
কর্ম ও ত্যাগের শাশ্বত বাণী
বিশ্বের দুয়ারে কে দিল আনি ?
কার বেদ-বাণী মুখরিত হিমাচল ?
সে যে ভারতের ঋষি—জয় গাহি তার·উচ্ছ্বাস চল্‌ ॥

কেন দুর্বল অন্ধ ওরে ?
অমৃত ঝরিছে মৃত্যুর তীরে,
অন্ধ-তামসী মাঝে জ্যোতির মুরলি বাজে
এ অমর বাণী সাধক ভারত জানালো যে—
সত্য-গর্বে উন্নত শির ধর্মবীরের দল
ভারত-সন্তান, জয় গৌরবে আজি উচ্ছ্বসি চল্‌ ॥

১৩৪৫ সাল

॥ ২৪ ॥

আর্য-গৌরব পুণ্য-মেলনে এসো এসো নর-নারী !
আজি এ উজ্জ্বল শুভ্র প্রভাতে,
হও আগুয়ান ধরি হাতে-হাতে—
বাজাও সত্য-মঙ্গল-শঙ্খ ঢালো হে কল্যাণ-বারি।
তোমার দেবতা চাহিছে তোমায়, উদিত সে শুভ দিন—
সত্য-সুন্দর শান্ত-মধুর দুঃখ-দৈন্য-হীন ॥
তোমার বিশ্ব তোমায় ডাকিছে করিতে আত্মদান,
আজি ধর্মে কর্মে দেহ পরিচয়
মানব তোমরা—নহে নীচাশয়,
দীপ্ত-বীর্য আর্য-গরিমা হয়নি এখনো ম্লান ॥
(তোমার দেবতা চাহিছে তোমায়···ইত্যাদি)
দেখাও তোমরা আর্যবংশ আর্য-ঋষির দেশ,
ওঁঙ্কার-ঝঙ্কারে বেদ-মন্ত্রে
জ্বালো হোমানল আজি নবতন্ত্রে,
আর্য বিধান কর আচরণ পরিয়া আর্যবেশ ॥
(তোমার দেবতা চাহিছে তোমায়···ইত্যাদি)
পূজার দেবতা বিশ্ব-মাঝারে রুগ্ন, আর্ত, দীন,
সত্য-মন্দিরে মিলিত যাত্রী,
ধর্ম হেথায় সাম্য-মৈত্রী
রহিয়ো না কেহ ভেদ-দ্বন্দ্ব-ভ্রান্তি-আঁধারে লীন ॥
(তোমার দেবতা চাহিছে তোমায়···ইত্যাদি)

১৩৩৫ সাল

॥ ২৫ ॥

ঊর্ধ্বে উড়ায়ে জাতীয় নিশান
উচ্চে বাজায়ে বিজয়-বিষাণ
এসো হে তরুণ, এসো গো তরুণী, গাহো জাগরণী গান,
জাতীয় মিলন-তীর্থ-পথে চালাও অভিযান!
ভেঙে চুরে দাও জীর্ণ-পুরাতন,
নব উপাদানে গড়ো নবীন গঠন,
নবীন মন্ত্রে করো আবাহন
করো নবীন বিগ্রহে নব প্রাণদান।
জাগো হে কিশোর, জাগো গো কিশোরী, গাহ জাগরণী গান—
গঠন করিতে সোনার বাংলা চালাও অভিযান!
এ নহে প্রমোদ স্বপন বিলাস!
এ যে মরমের টান দরদীর আশ,
সুপ্ত হৃদয়ের গুপ্ত অভিলাষ,
বেদনা-বিধুর করুণ-গান।
এসো ভাই চাষী, শিল্পী, মজুর, গাহ জাগরণী গান—
মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকিতে চালাও অভিযান!
এসো ভাই-বোন, এসো দলে দলে
মেলো স্বাধীন সত্য-পতাকা-তলে,
করো কোলাকুলি দ্বেষ হিংসা ভুলে
রাখিতে দেশের মান—
মানব-মিলন-তীর্থ-যাত্রী হিন্দু ও মুসলমান,
ভেদের প্রাচীর চূর্ণ করিতে চালাও অভিযান।

১৩৪২ সাল

॥ ২৬ ॥

হও সংহত সবে, হও সংযত সবে,
হও সত্যে অটল স্থির—হবে জয়।
হাত মিলাও হাতে হাতে
ভাই বোন এক সাথে
এক পথে হও আগুয়ান্—নাহি ভয়।
এক পণ এক মন এক অভিলাষ,
কিবা হিন্দু খৃষ্টান কিবা মুসলমান
সবার সমান জয়-পরাজয়।
শাসনে দলিত মোরা অনশনে ক্ষীণ,
অন্তরে তবু মোরা হইনি তো দীন,
স্বাধীনতা-হারা দেহ—মন নহে পরাধীন
দলনে কি ভয়? হবে জয়—
আপনার শিরে তোল আপনার ভার
মিলিবে করম শক্তি—বর বিধাতার,
দেশবাসী সকলেরে ভাব আপনার
ছোট-বড় নানা জাতি কেহ পর নয়।

১৩৪২ সাল

॥ ২৭ ॥

ওঁম্	বন্দেঽহং	পুরুষোত্তমম্।
সত্যং	জ্ঞানং	আনন্দ-রূপম্ ॥
নমামি	সর্বং	ক্ষর-বিশালং
নমামি	রাজেন্দ্রং	প্রচণ্ড কালম্।
নমামি	বন্ধোত্বং	জীব গোপালম্
নমামি	সত্যং	বিরাট-রূপম্ ॥
নমামি	বিভোত্বং	অনাদি-ভূপং
নমামি	প্রকটং	স্বয়ং ভুবম্।
নমামি	গুরোত্বং	অমৃত-কূপং
নমামি	সত্যং	হিরণ্য-রূপম্ ॥
নমামি	নিত্যং	নিখিল বীজং
নমামি	অক্ষরং	অব্যয়মজং
নমামি	ওঁকারং	শব্দ-স্বরূপং
নমামি	সত্যং	ঈশ্বররূপম্ ॥
নমামি	সদ্‌গুরো	ব্রহ্ম তুরীয়ং
নমামি	অব্যক্তং	বিলক্ষণম্।
নমামি	চিণ্ময়ং	শ্রীসদ্‌রূপম্
নমামি	সত্যং	সত্যস্য সত্যম্ ॥

১৩৩৬ সাল

॥ ২৮ ॥

ভজামি সত্যং স্মরামি সত্যং নমামি সত্যম্।
ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্ ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্ ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্॥

শুদ্ধঃ শক্তঃ বুদ্ধোমুক্তঃ নিত্যশ্চিদানন্দঃ।
বিজয়ো বিশোকঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
[ভজামি সত্যম্···ইত্যাদি]

ন মে শংকা নাস্তি মৃত্যুঃ ন কর্মঃ ন ফলম্।
শান্তো নির্বিকারঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
[ভজামি সত্যম্···ইত্যাদি]

ন মে জাতির্নৈব জন্মঃ ন গোত্রো ন লিঙ্গঃ
নিত্যোঽহমাত্মাঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।
[ভজামি সত্যম্···ইত্যাদি]

অমৃতোঽহং পূর্ণঃ নাস্তি মে ভয়ং
ন জীবো মর্ত্যঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।
[ভজামি সত্যম্···ইত্যাদি]

১৩৪২ সাল

২৯ ॥

ওঁম্ গুরুং বন্দে বন্দে ভারতবর্ষম্
ওঁম্ বন্দে পিতরং বন্দে মাতরম্।
বন্দে সত্যম্ বন্দে সত্যম্ বন্দে সত্যম্।
ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্ ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্॥

ওঁম্ বিশ্বং বন্দে বিরাটরূপম্
ওঁম্ মনং বন্দে হিরণ্য গর্ভম্ ।
বন্দে সত্যম্ বন্দে সত্যম্ বন্দে সত্যম্
ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্ ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্ ॥

ওঁম্ চিত্তং বন্দে ঈশ্বররূপম্
প্রজ্ঞানং বন্দে শুদ্ধ তুরীয়ম্ ।
বন্দে সত্যম বন্দে সত্যম্ বন্দে সত্যম্ ।
ওঁম তৎ সৎ ওঁম ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্ ॥

১৩৪৩ সাল

॥ ৩০ ॥

সত্য-সুন্দর তুমি, মধুর তুমি, আনন্দ তোমারি দান,
জয় জয় তব জয়, গুরু ভগবান—গুরু ভগবান ।

তুমি হে সবার, সকলি তোমার—মিথ্যা ভেদ-জ্ঞান,
অগণিত জীব-বিন্দু মিলি তুমি মহাসিন্ধু,
তুমি বিরাট মহান্,
জয় জয় তব জয়, গুরু ভগবান—গুরু ভগবান ।

তুমি পাপ তুমি পুণ্য তুমি পূর্ণ তুমি শূন্য,
তুমি মৌন অনাদি-গান,
তুমি মৃত্যু অমৃত ভয়-অভয়
সান্ত অনন্ত অসীম-প্রাণ—
জয় জয় তব জয়, গুরু ভগবান—গুরু ভগবান ।

তুমি আমাদের, আমরা তোমার
বীচি-বিম্ব মোরা, তুমি জলধি সমান,
বল দাও—বল দাও—আজি দেহ সত্যজ্ঞান
জয় জয় তব জয়, সত্য ভগবান—সত্য ভগবান ॥

চৈত্র, ১৩৩৮

॥ ৩১ ॥

জাগো জাগো জাগো—আজি জাগো হে চিরমৌন!
নিবিড় নীড়ে ঘোর আঁধারে দীর্ঘ-নিদ্রা-মগ্ন ॥
জড় শিথিল মোহ-বন্ধন জীর্ণ শীর্ণ অন্ধ-কারা—
জাগো হে বীর রুদ্ধ-শৌর্য! কর ছিন্ন, কর দীর্ণ, কর ভগ্ন ॥
তুমি মিথ্যা-ভেদ-হন্তা সত্য উদার তব পন্থা,—
জাগো হে সুপ্ত শান্ত আর্য! তুমি পূত; তুমি ভক্ত চিরনগ্ন ॥
দীপ্ত রাগে উদিত সূর্য, জাগো জাগো সুপ্ত বীর্য!
জাগো হে বন্দি শূন্য-হর্ষ! তুমি মুক্ত, তুমি শুদ্ধ-সত্য-মগ্ন ॥
তুমি সুন্দর শিব শান্ত, তব দীর্ঘ বিরহ অন্ত—
এসো হে এসো তৃপ্ত পূর্ণ! (আজি) পুণ্য-প্রীতি-মিলন-মধু-লগ্ন ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৬

॥ ৩২ ॥

জাগো হে জাগো সত্য দেবতা, বিদারি পাষাণ বক্ষ।
মন্দিরে মন্দিরে জড় নিথর মূর্তি লক্ষ লক্ষ ॥
সমাজপংকে গঠিত ভিত্তি, দম্ভে উচ্চ চূড়া,
স্বার্থ-বেদীতে শাস্ত্র-আচার স্থাপিত ভারত জোড়া।
লুব্ধ পুরোহিত জুড়িয়া রয়েছে শুদ্ধ ঋত্বিক-কক্ষ—
গুপ্ত পাপের সুপ্ত সাক্ষ্য—তীর্থ লক্ষ লক্ষ ॥
ভক্তের পূজা দেবতার নামে পূজারী করিছে চুরি—
সজীব দেবতা ক্ষুধায় কাঁদিছে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরি।
বিপ্র বেশেতে সজ্জিত ঘাতক তন্ত্রমন্ত্রে দক্ষ—
সাধে বীরাচার ব'ধে পশুকুল দুর্বল লক্ষ লক্ষ ॥
প্রণয়-বিরহ ছন্দে গাথায় ছদ্মকামের ছবি
শাস্ত্র-ভালে চিত্রে, কাব্যে রচিছে শিল্পী কবি।
বিতণ্ডা বিচারে কূট-ছল ধরে' স্থাপিয়া পূর্বপক্ষ
সত্য-গর্ব করিতে খর্ব পণ্ডিত লক্ষ লক্ষ ॥
দেশের সেবায় পংকিল স্বার্থ লালসার পূতিগন্ধ,
বিচার-সদনে পিশাচের লীলা প্রজার অঙ্গনে দ্বন্দ্ব।
বিলাস-ব্যসনে মুগ্ধ নর-নারী ভুলিয়া ধর্ম-লক্ষ্য,
বিদ্যা-আলয়ে মিথ্যামত্ত ছাত্র লক্ষ লক্ষ ॥
দীনহীন মোরা পরপদানত জননী শৃঙ্খলবদ্ধ
যুক্তি বিহীন ভক্তি-প্রচারে হয়েছি ধর্ম-অন্ধ।
সত্যদেবতা ওঠোহে জাগিয়া, রক্ষ বিপদে রক্ষ—
দুঃস্থ ভারতে ত্রস্ত নর-নারী কাঁদিছে লক্ষ লক্ষ ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৬

॥ ৩৩ ॥

মূর্ত্ত হইয়া সুখের স্বপন সত্যরূপেতে উদিত আজ।
চির পুরাতন ফিরিয়া আসিছে ধরিয়া নবীন সাজ॥
হইবে তেমন, সে ছিল যেমন অতীত যুগের দেশ।
সত্য উদয়ে রহেনা মিথ্যা, রোগ-শোক-দুঃখ লেশ॥
আমরা জননী, গৃহিণী, ভগিণী, লক্ষ্মীরূপিণী শক্তি-বেশ,
নারী আমরা, দেবী আমরা, ধন্য করিব পুণ্য-দেশ॥
কুটীরে নন্দন করিব গঠন, মরতে অমর-কায়া
স্নেহ-মমতায় সেবায় পূজায় রচিব সান্ত্বনা ছায়া।
সরল সত্য করিব ভূষণ, ত্যজিয়া হিংসা দ্বেষ,
সত্য-ধর্ম শক্তি সতীর, সত্য-আচার শাস্ত্রাদেশ।
[আমরা জননী······ইত্যাদি]

ধরমে করমে পতির দোসর, সেবায় হইব দাসী,
বিদ্যা বিনয়ে নম্র লতিকা, প্রমোদে বিলাবো হাসি,
আর্য রমণী বীর-সোহাগিনী, চাহিনা বিলাস-বেশ
সিংহ-প্রসবিণী আমরা জননী (যেন গো)
প্রসব না করি মেষ॥
[আমরা জননী······ইত্যাদি]

আমরা মুছাবো দুখীর অশ্রু, না করি তুচ্ছ জ্ঞান
রোগীর সেবায় করিব যতন, ক্ষুধিতে অন্নদান।
কর্মজীবনে বিতরি শান্তি ধর্মজীবনে মুক্তি শেষ,
সত্য-শরণে জীবনে মরণে রাখিয়ো হে পরমেশ॥
[আমরা জননী······ইত্যাদি]

১৩৩৫ সাল

॥ ৩৪ ॥

কারার মাঝে মুক্তি-ধারা
ছুটছে যে রে বাঁধন টুটে।
রক্ত-ধারা জম্‌ছে যেথায়
সহস্রদল উঠ্‌ছে ফুটে।

কে পূজারী, আছিস্‌ কোথা
কোন্‌ দরদী বুঝিস্‌ ব্যথা ?
সত্য-পূজার অঞ্জলি আজ
তুলে নে রে করপুটে।

কিসের অশ্রু—কিসের শোক ?
জীবন তোদের সফল হোক,
সকল দৈন্য ধন্য হবে
সবহারাদের সঙ্গে জুটে !

কার বা মৃত্যু—কার বা লয় ?
আত্মা অমর—কিসের ভয় ?
এ জীবনের নাইকো অন্ত,
মাভৈ ! তোরা আয়রে ছুটে।

যায় যে ব'য়ে পূজার বেলা—
রেখে দে আজ হাসি-খেলা,
শক্তি-গঙ্গায় বান ডেকেছে
হৃদ্‌-কলসে নে রে লুটে।

চৈত্র, ১৩৪৭

॥ ৩৫ ॥

জাতবুলি তোর বল্‌রে হরবোলা!
পরের খাঁচায় পোষ মেনে তুই
হ'য়ে গেলি আপন-ভোলা ॥

ঘি ছাতু আর দুধের বাটি,
সোনার শিকল পায়ে,
খাঁচাটি তোর পরিপাটি
হলুদ মাখা গায়ে,
(সবিঁ যে তোর পরের দেওয়া রে)
তুই শিস্‌ তুড়ি আর চুম্‌কুড়িতে
দাঁড়ে উঠি খাস্‌ দোলা।
শিখিস্‌ নি তুই ওরে অবোধ,
অবরোধের দ্বার খোলা ॥

ওরে মুগ্ধ, ওরে অন্ধ!
অন্ধকূপে আছিস্‌ বন্ধ
যেন যাদুমন্ত্রে ভুলে—
তোর নাইকো মনে
নীল গগনে সবুজ পাখার পাল তোলা ॥

আজি ওঠ্‌রে জেগে তন্দ্রাহত
চেয়ে—বাইরে যারা, তাদের মতো
মুক্ত রবির পানে।
(সবাই তা'রা উড়্‌ছে যেথায় রে—)

যারে উড়ে সেই সুদূরে
যে অসীমের দ্বার খোলা।
ছেড়ে দিয়ে—পরের সুরে
পরের খাঁচায় বোল্-বলা॥

॥ ৩৬ ॥

সীমার বাঁধনে হে অসীম তুমি,
বহুরূপে ধরা দিয়েছ।
আপন ইচ্ছায় রচি মায়াজাল
আপনারে ঘিরে নিয়েছ।
আপনার ভাবে আপনি গলিয়া
বিশ্বরূপে তোমা গড়িলে ঢালিয়া,
তবু তারি মাঝে রহিয়া স্বতন্ত্র
কীরূপে মিশায়ে গিয়েছ!
সব জানো তুমি, জানি না তোমায়,
দেখি না নয়নে তবু সর্বময়,
ভিতর বাহিরে আবরি আমায়
অন্তরে লুকায়ে রয়েছ—
পাইতে তোমারে খুঁজি অহরহ,
স্বভাবের মাঝে অভাব দুঃসহ,—
মিলনের কোলে বিষম বিরহ
ভুলে কি মিলায়ে দিয়েছ॥

চৈত্র, ১৩৩৮

॥ ৩৭ ॥

ওগো মৌন, তোমার গানের আশায়
বিশ্ব মাতাল গেয়ে,
অরূপ, তোমার রূপের নেশায়
চল্‌ছে জগৎ ধেয়ে।

কী মদিরা মেখেছ যে
ওগো নিখোঁজ, তোমার খোঁজে!
"অস্তি-নাস্তি" কেউ না বোঝে
খোঁজে পাওয়ার আশা নিয়ে ॥

কোথায় খেয়া, কোথায় বা পাড়,
কে করে পার, কোন্ পারাবার?
শূন্যে যে সব—সব একাকার,
না পাওয়া লাভ পাওয়ায় চেয়ে ॥

তবু রাখে পাওয়ার আশা,
তবুও চায় ভালোবাসা
এই আশাতেই যাওয়া-আসা
শুধু পাওয়ার আশা পেয়ে ॥

চৈত্র, ১৩৩৮

॥ ৩৮ ॥

তোমার দেওয়া বাঁধন এযে—
কঠিন হ'লেও মধুর বড়।
সহ্য করার শক্তি দিয়ে
ধন্য কর—ধন্য কর॥
বেদনা দাও—বেদনা চাই
পাই যেন তায় চেতনা,
কর্মে যেন ভয় নাহি পাই
স্বার্থ না দেয় যাতনা;
ভক্তি-মুক্তির বর নাহি চাই—
তোমার সে ভার, তুমিই ধর।
দুঃখ সওয়ার শক্তি দিয়ে
ধন্য কর ধন্য কর॥
সফলতার গর্ব মোদের
বিফলতার গঞ্জনা,
চিত্তে যেন না দেয় কালি,
বাক্যে না রয় ব্যঞ্জনা,
ভুলে না যাই মরণেও—
"সত্য তুমি সবার বড়,"
সত্য রক্ষার শক্তি দিয়ে
পূর্ণ কর—ধন্য কর॥

ফাল্গুন, ১৩৩৯

॥ ৩৯ ॥

এসেছে এসেছে সে শুভ লগন
করম সফল হবেরে।
ভেবো না বৃথা এ মানব-জনম
আঁধারে বিলীন হবে রে ॥

পূর্ণ তুমি নর, শূন্য কভু নয়—
অমৃত যে তুমি, নাহি মৃত্যু ভয়,
চিনিলে তোমারে, তুমি সর্বময়
কিসের অভাব ভবে রে ॥

অমর দেবতা এ মর মরতে
এসেছো নামিয়া নর-দেহ-রথে
দেবতার মতো চলি সত্য-পথে
আবার দেবতা হবে রে ॥

মানব সাজিলে মানুষের সাজে,
মানব লাগিলে মানুষের কাজে,
মানুষ জাগিলে মানবের মাঝে
দেবতা জাগ্রত হবে রে ॥

চৈত্র, ১৩৪৬

॥ ৪০ ॥

বিধির বিধান মানো না ওগো, এমন অভিমান—
তোমাদের এম্‌নি অভিমান!
বিশ্ব জোড়া ভগবানে কর খণ্ড জ্ঞান
তোমরা হয়েছ অজ্ঞান ॥
রাজা যদি বলো তাঁরে,
সবাই সমান রাজ-দ্বারে,
ছোট বড় বল্‌ছো কারে, সকলে সমান,
তথা সকলে সমান ॥
বিশ্বপিতা হ'লে তিনি
জাতির বিচার মিথ্যাবাণী,
বিশ্ববাসী ভাই-ভগিনী, যদি পিতা ভগবান—
তোমার পিতা ভগবান ॥
সেবায়, নামে মাতা পিতার
ছেলে মেয়ের নাই অধিকার?
শাস্ত্র নয়—এ ঘোর ব্যভিচার, এ বিচার-বিধি দান
তোমাদের বিচার বিধি দান ॥

চৈত্র, ১৩৩৬

॥ ৪১ ॥

কে জানে—কী ভাবে তুমি বাজালে—
ওগো বাজালে, তোমার মোহন বাঁশরী ?
শুনে আপনা পাসরি
নীলাঞ্চল তলে হিয়া উঠ্‌লো শিহরি ॥
তোমার সুরের ছন্দ মাঝে
কী যে মোহন গন্ধ রাজে !
রূপে রসে স্পর্শে বাজে
বিশ্ব আবরি'—
তোমার বাঁশরী ॥
সুরের পরশ লাগি' কানে
রূপ-সায়রের আভাস আনে
দরশ আশে কুঞ্জে আমার
জাগে কিশোরী !
শুনে তোমার বাঁশরী ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৭

॥ ৪২ ॥

দুয়ার যদি খুল্‌লো নাকো, থাকুক না হয় বন্ধ।
আলো যদি না ই জ্বলে—রইবো চির অন্ধ।
মরমে যে তোমার সাড়া
মরমীরে দিচ্ছে নাড়া,
হাসির মাঝে অশ্রুধারা লাগায় বিষম দ্বন্দ্ব !

বুঝ মানে না, যতই বলি,
এগিয়ে ধরে ভিক্ষা ঝুলি,
"চাই-তবু চাই" একই বুলি, ভাঙে না তা'র সন্ধ।
সত্যই কি খুলবে নাকো, থাকবে দুয়ার বন্ধ ?

চৈত্র, ১৩৪৩

॥ ৪৩ ॥

এ দুনিয়ার এই রীতি—
কেউ-বা দলে চরণতলে
কেউ-বা করে প্রীতি।
কেউ-বা নফর, কেউ-বা কাহার, কেউ-বা মজুর মুটে,
কেউ-বা রাজা, উজির, নাজির তোফা মজা লুটে ;
(কিন্তু) এক ধারায়ই জনম সবার—একই পরিণতি।
শূন্য হাতে আসা হেথায়, শূন্য হাতে গতি ॥
কেউ-বা কাটায় দুখের নিশা, কারোর শুভ উষা,
কারোর ক্ষেতে সোনার ফসল, কেউ-বা কুড়ায় ভূষা,
কেউ সেজেছে চাঁড়াল কাফের, কেউ-বা শুদ্ধ জাতি,
(কিন্তু) এক মাটিতে হবে শয়ন, আসলে শেষের রাতি ॥
দুদিনের ভাই কান্না হাসি—দুদিনের সাজ-সাজা,
ফাঁকির দুনিয়ার ফাঁকির ফকির, ফাঁকির গরিব রাজা।
সাচ্চা একই আল্লামালিক—দিন-দুনিয়ার পতি
ঝুট্টা ছাড়ি খেপা তুমি—সত্যে রাখো মতি ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৯

॥ ৪৪ ॥

বন্ধ যতই হোক্ না কঠিন
মুক্তি আছে—আছে রে।
রুদ্ধ যতই হোক্ না বায়ু
শক্তি র'বে কাছে রে ॥
শাক্ত হয়ে ভাক্ত ছায়ায়
ডরাস্ কেন মিথ্যা মায়ায় ?
এতই কি লাভ তুচ্ছ কায়ায় !
(ওরে) যাক্ না কেন তা যদি যায়—
কাজের মতো কাজে রে।
আগুন যতই জ্বালবি জোরে
ততই আলো ফুটবে যে রে,
ঠাণ্ডা জমাট অন্ধকারে
থাক্‌তে কী আর আছে রে ?
প্রণব-বীণা বিশ্ব জুড়ে
কান পেতে শোন্ বাজায় কে রে !
সেই সুরে সুর বেঁধে তোরা
সকল তারে বাজা রে—
আয় ছুটে আয় বিশ্ব-মানব, থাকিস্ নে আর পাছেরে !

চৈত্র, ১৩৩৮

॥ ৪৫ ॥

জাগো জাগো মেলো আঁখি !
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"
গাহে পাখী।
উদিত গগনে নব বিভাকর—
জাগো জগজন, মিথ্যা পরিহর,
পরিহর জড়তা, অলস-আঁধারে
রেখো না আপনা ঢাকি।
"সত্যমেব জয়তে নানৃতং"
সত্যমনুসর—অনুসর সত্যম !
"সত্যস্ত পন্থা বিততো দেবযানঃ"
ঋষি কহিছে ডাকি'।
আজি অভয় জাগাও বক্ষে,
জ্বালাও পুণ্য-গরিমা চক্ষে,
সাধন-সমরে হও আগুয়ান
সত্যে অটল থাকি' ॥

চৈত্র, ১৩৪২

॥ ৪৬ ॥

আর কেন ভাই জাতের বড়াই ?
জাত গিয়েছে সাতে-পাঁচে।
শুধু বর্ণ শূন্ত চাতুর্বর্ণ্যের কথায় বর্ণ বিন্যাস আছে ॥
দেখ গোলা ভরা ধান আছে যার
সোনা ভরা গা,

সকল বর্ণ মিলে আজি রক্ষায় তাদের পা,
আবার সাগর-পারের ধনী যারা জাত জমেছে তাদের কাছে।
আজ ব্রাহ্মণ সকল হোলো "বামুন"
ক্ষত্র মুটে মজুর,
বৈশ্যেরা সব বশ্য সবার
কর্‌ছে "হুজুর হুজুর,"
শুধু পুণ্যভূমি আর্যাবর্তে জাতির কংকাল প'ড়ে আছে।
দেশ গেল যে ছারে খারে
হিংসা দ্বেষ আর ভেদ-বিচারে,
উল্টে গেল শাস্ত্র-বিধি "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।"
এবার ভুল ভেংগে এক মায়ের ছেলে
দাঁড়াও সবে মায়ের কাছে।
আপন ভালো চাও যদি ভাই,
জাতির ব্যবসা ধরো,
কর্ম গুণেই বর্ণ-বিভেদ
সত্য বিচার করো,
ধর্মক্ষেত্রে এক জাতি সব
ভেদ বিচার তায় মিছে।

১৩৩৬ সাল

॥ ৪৭ ॥

তাঁকে জানবি কেমন কোরে ?
তোর খেয়ালে চলিস্ যদি
শাস্ত্র-বিধির ধুয়া ধরে'।
তোর আপন বুদ্ধির মাপকাঠি—
সেই মাপে তুই মাপিস্ খাঁটি,
তাতেই সকল হচ্ছে মাটি
পড়িস্ ফাঁফরে।
সবার সেরা সত্য সে যে,
বুঝবি কী তায় মিথ্যা বুঝে ?
যে পথে যাও সেজে গুজে
চল্‌তে হবে সত্য ধরে'॥

চৈত্র, ১৩৪১

॥ ৪৮ ॥

জ্ঞান বলে "নিকট তুমি", ভক্তি বলে "দূরে"।
পুরাণ বলে খুঁজ্‌তে তোমায় তীর্থে ঘুরে ঘুরে।
যোগী বলেন "সমাধিতে", সন্ন্যাসী ক'ন্ "ত্যাগে",
পুরোহিতের "যজ্ঞ-দানে", তান্ত্রিক বলেন ভোগে।
বৈষ্ণব বলেন "তিলক মালায় মিল্‌বে গোলোক পুরে"।
বৌদ্ধ বলেন "শূন্য" তুমি, ব্রাহ্মে "নিরাকার",
মীমাংসা কয় "কর্মে মেলে"—তত্ত্ব পাওয়া ভার।

বেদান্তী ক'ন্ "নেতি নেতি", পাণ্ডায় "মন্দির জুড়ে"।
সন্ত বলেন পাওয়া সহজ "শব্দ-ধারা ধরে"।
কোথায় তুমি, কেমন তুমি, জান্‌বো কেমন করে'?
মন বলে মোর—"সত্য তুমি, আছো অন্তঃপুরে"।

১৩৪১ সাল

॥ ৪৯ ॥

ঝড়ের হাওয়ায় পাল তুলেছি
মরণ-লোভী, আয়রে আয়!
আকাশে মেঘের ঘটা
সময় ব'য়ে যায়—
আয়—আয়—আয়।
পিছে তোর নিষেধ-বাণী,
দু-পাশে নিন্দা গ্লানি,
সুমুখে উঠ্‌বেরে ঢেউ
হাওয়ার তাড়নায়।
সাহস যার আছে বুকে,
পুণ্য-শিখা জ্বল্‌ছে চোখে,
যে ভাবেনা কালের কথা,
তার হবে স্থান আমার নায়।
সত্য যার এক নিশানা,
পিছু পানে যে চাহেনা,
সে হবে মোর পথের সাথী
বিভোলা যে চলার নেশায়—

কে খেয়ালি আছিস্ রে ভাই !
কে ছেড়েছিস্ "আরাম" বালাই
ভাস্‌বি যদি আয়রে চলে'
উছল দরিয়ায় ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৯

॥ ৫০ ॥

যাত্রা শেষের ঘণ্টা বাজে
শোন্‌রে খেপা শোন্ !
গুছিয়ে নেরে পারের কড়ি,
তোর ছড়িয়ে আছে মন।
ছাড়বে তরী সাঁঝের বায়ে—
(তুই) বেলায়-বেলায় ওঠ্‌রে নায়ে,
(ঐ শোন্) ডাক্‌ছে মাঝি "আয় চলে' আয়"—
মনের কানে শোন্।
(তুই) যা দিয়েছিস্ যা নিয়েছিস্
যা শুধেছিস্ আর যা ধারিস্
সব হিসেবের বোঝাপড়া করবিরে কখন ?
(ওরে ও অবোধ খেপা !)
ঐ যে হাটের শেষে কড়া তাগিদ
দিচ্ছে মহাজন।
শোন্‌রে খেপা শোন্ !

ফাল্গুন, ১৩৪২

॥ ৫১ ॥

চল্‌রে রে চল্—চল্ রে চল্ !
সুদূর পথের যাত্রী যে তুই,
থাম্‌লি কেন বল্ ?
চল্‌রে চল্—চল্‌রে চল্ ।
রবির কিরণ খরতর,
বাদল ঝরে ঝরঝর—
(তবু যে তোর চল্‌তে হবে রে)
হোক্ না কেন আঁধার-কালো,
আসে যদি—আসুক আলো,
বিলম্বে কি ফল ?
চল্‌রে চল্—চল্‌রে চল্ ।
ফুট্‌ছে কাঁটা ? ফুটুক না পায়,
প'ড়ছো ট'লে—লাগছে গায় ?
(তবু ওঠ্‌রে, তোকে চল্‌তে হবে)
হা-হুতাশে চল্‌বে না তোর
বাঁধ্‌রে বুকে বল ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত কায়া,
পথে যদি না পাস্ ছায়া,
(কেউ যদি তোর না রয় সাথী রে—)
এগিয়ে যারে একলা পথে,
প্রাণের সাথী চল্‌বে সাথে,
চল্ রে পান্থ, চল্ ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৯

॥ ৫২ ॥

বিশ্ব তোরে ডাক্‌ছে খেপা, কোথায় ছুটে যাস্ ?
পেছনে তোর হাজার আহ্বান কোন্ জনারে চাস্ ?
"একটি ওগো, একটি শুধু একটি পলের তরে—
সকল আমি দেবো সপেঁ একটি নমস্কারে।
এক জনারি চরণতলে করবো আমি বাস,
একটি শুধু শুন্‌বো কথা, বারেক দেখার আশ।"
কতই যে তোর আছে খেপা, কোথায় ফেলে যাস্ ?
ধন-দৌলত যশ-মান কি চাস্‌রে—তুই চাস ?
"ধূলি ওগো—ধূলি ও-সব পেছনে থাক্ পড়ে',
সকল ফেলে চল্‌ছি আমি একজনারি তরে—
তাঁরি তরে যাত্রা আমার চোল্‌বে বারোমাস
তাঁরি তরে জনম জনম কোরবো পাওয়ার আশ।"
ফিরে আয়রে বদ্ধ পাগল !—কারেও যদি না পা'স ?
"ফির্‌বো নাকো—চল্‌বো এমন, ছাড়্‌বো না তাঁর আশ ॥"

চৈত্র, ১৩৪৩

॥ ৫৩ ॥

আমি তোমায় কইতে জানিনে মৌন মনের মরম-কথা !
তুমি নিও গো, নিও গো,—নিও মোর ভাবের পূজা
হে দেবতা !

নবীন ছন্দে মধুর সুরে, বন্দনা গায় বিশ্ব জুড়ে,
আমার বীণার ছিন্ন তারে আছে শুধুই নীরবতা,
তুমি বুঝিয়ো, বুঝিয়ো, বুঝিয়ো মোর নীরবতা, হে দেবতা !

কত আলোয় কতই মালায়, অর্ঘ তোমার বরণ ডালায়,
রিক্ত আমার পূজার থালায় আছে কেবল গোপন ব্যথা,
তুমি মুছিয়ো, মুছিয়ো, মুছে দিও গোপন ব্যথা, হে দেবতা !

জীর্ণ যে মোর পর্ণশালা, নীরব বাঁশী, শুষ্ক মালা,
হয় নি তো নাথ, প্রদীপজ্বালা   আঁধার কালো যথা-তথা—
আছে গো, আছে গো—আছে আঁধার যথা তথা, হে দেবতা !

তোমার মিলন-মধুরাতে   বিফল আমার অশ্রুপাতে
আমার অভিমানের ভুল ভাংগিতে দিয়ো আমায় কঠিন ব্যথা—
দিও গো, দিও গো—দিও আমায় কঠিন ব্যথা, হে দেবতা !

আমার কিছু নাই চাহিতে, নাইতো কিছু তোমায় দিতে,
তোমার সুরে আমার চিতে বাজাও শুধু তোমার গাথা—
তুমি বাজিয়ো, বাজিয়ো, বাজিয়ো গো তোমার গাথা,
হে দেবতা !

চৈত্র, ১৩৩৫

॥ ৫৪ ॥

বাজাও মোরে বাজাও সখা !
সহজ সুরে—
যে সুর বাজে দিবারাতি
বিশ্ব-আসরে।
তোমার প্রণব-বাঁশীর মাঝে
অনাহত যে সুর বাজে

সেই সুরে মোর চিত্ত নাচে
গোপন ঝংকারে ;
বাজাও মোরে বাজাও নিত্য
মিলন-বাসরে ॥
অস্ত বেলায় যে সুর বাজে
সান্ধ্য গগনে,
ভোরের আলোয় যে সুর বাজে
রংগিন্ ভুবনে—
সেই সুরে মোর হৃদয়খানি
শুন্‌তে পায় যে পরম বাণী
তারে সফল কর, সত্য কর,
সুন্দর ক'রে—
সহজ সুরে বাজাও মোরে
সবার মাঝারে ॥

চৈত্র, ১৩৩৬

॥ ৫৫ ॥

ওই অসীমের কেন্দ্র হ'তে আশীষ-ধারা পড়্‌ছে ঝরে',
পড়ছে ঝরে' মাথার পরে—জনম তোমার ধন্য করে'।
বাতাসে তাঁর মধুর পরশ,
কুসুমে তাঁর গন্ধ সরস,
আকাশে তাঁর আহ্বান-বাণী
ডাকৃছে তোমায় বাঁশীর সুরে ॥

অরুণে তাঁর রূপের ছটা,
তরুণে তাঁর ভাবের ঘটা,
বিশ্ব-জোড়া মোহন তনু
দেখে নাও গো নয়ন ভরে' ॥

ধর্ম তোমার তাঁকেই ভাবা,
কর্ম তোমার বিশ্ব-সেবা,
তোমার মাঝে তোমার সে ধন
খুঁজে দেখ আপন ঘরে ॥

কোন্ আকারে গড়বে আকার,
কি নাম বলো রাখ্‌বে তাঁহার ?
কাজ কি তোমার নাম-রূপে আর !
ওগো, বাহিরে নয়—সে অন্তরে ॥

চৈত্র, ১৩৩৫

॥ ৫৬ ॥

চরণ-পরশ তব বক্ষে মিলন ছলে
পথের ধূলি মাঝে নিজেরে দিনু ফেলে ॥
চির উৎসব-মুখর বিশ্বে,
তুমি বিরাজিত প্রতি দৃশ্যে,
(আজি) অন্তর-অঞ্জলি লহ গো সুন্দর,
এ দীন অন্তর খুলে ॥

আজিকে বিরাট্ যাহা
কালি তা হইবে লীন,
কে পারে দেখিতে তোমা
জ্বালাইয়ে আলো ক্ষীণ ?
কোথায় মিটিবে আশা—
কা'কে দিব ভালোবাসা ?
তাই তো সবারে ডাকি
তোমারে পাইব বলে ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৭

॥ ৫৭ ॥

আছ আছ তুমি এ বিশ্ব জুড়িয়া,
তোমা ছাড়া কিছু নয়।
"নাই নাই" করি মিছেই ঘুরিয়া
আঁধারে পাইগো ভয় ॥
অনন্ত সংসারে পূর্ণ তুমি সখা !
সবারে দেখিলে মেলে তব দেখা,
এ বিচিত্র ধরা তব চিত্র লেখা
তোমারি সকল তুমি সর্বময় ॥
কি আধারে পূজি কি দিয়ে তোমায় ?
সদা বিরাজিত তুমি প্রতি মহিমায়,
তোমায় খুঁজিতে পাই যে আমায়
আমি হ'য়ে যাই তোমাতে লয়।

সুধাইলে কেহ—কী নাম তোমার,
কী রূপে প্রকাশ তব প্রেমাধার ?
কিরূপে বুঝাবো—এরূপ যাঁহার
অরূপেতে সর্বনাম-রূপময় ॥

চৈত্র, ১৩৩৫

॥ ৫৮ ॥

কাননে মোর ফুটিয়ে তোলো
তোমার মালার ফুল,
পূর্ণ ক'রে নিয়ো তুমি আমার পূজার ভুল।

নিভিয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র আমার ধূম্র-মলিন আলো
মন্দিরে মোর তোমার হাতের উজল প্রদীপ জ্বালো,
দূর ক'রে দাও সকল আঁধার সকল কালি-ঝুল
বাজিয়ে বাঁশী চিনাও আমায় আঁধার সাগর-কূল।

লুব্ধ আমার চিত্ত জুড়ে
কতই আশা বেড়ায় ঘুরে
হয় না গাঁথা প্রেমের সুরে
বেদনে ব্যাকুল—
সফল করো আজকে তা'রে ভেঙে দিয়ে ভুল—
সবটুকু মোর লও হে টেনে ছিন্ন ক'রে মূল ॥

চৈত্র, ১৩৩৬

॥ ৫৯ ॥

ঘুম যদি মোর নাহি ভাঙ্গে শুনে তোমার বাঁশী,
তুমি ফেলে যেয়ো না—মোরে ফেলে যেয়ো না
হে পথিক উদাসী !
তোমার পথে মেলে আঁখি
চেয়ে যদি নাহি থাকি—
জড়িয়ে আমার আসে আঁখি
তন্দ্রা ওঠে ভাসি,
তবু ফেলে যেয়ো না—ফেলে যেয়ো না
হে পথিক উদাসী !

রুদ্ধ আমার কুটির দ্বারে
(তুমি) আঘাত ক'রে বারে বারে
জাগিয়ে ডেকে নিয়ো মোরে
আমি পারের পিয়াসী—
মোরে ফেলে যেয়ো না—ফেলে যেয়ো না
হে পথিক উদাসী !

ফাল্গুন, ১৩৩৭

॥ ৬০ ॥

মম চিরদিবসের হে প্রিয় সাথী !
(তুমি) মোরে নয়নে নয়নে রাখিয়ো।
জীবনে মরণে স্মরণে মননে
সাথে সাথে মোর থাকিয়ো।

পদে পদে আমি পথ ভুলে যাই,
পলকে পলকে তোমারে হারাই,
ভুল ক'রে সদা আনজনে চাই
পিছু হ'তে তুমি ডাকিয়ো ॥
খুঁজে খুঁজে আমি আনি শোকতাপ,
ভেবে ভেবে গড়ি কত পুণ্য পাপ,
সেধে আনা মোর যত অভিশাপ
(তুমি) কল্যাণ-অঞ্চলে ঢাকিয়ো ॥
ধৌত কোরে নিও মলিনতা মোর,
ভেঙে দিয়ো সখা মোহ-তন্দ্রা-ঘোর,
পুণ্য-পরশ তব ওগো চিত-চোর,
অংগে অংগে মোর মাখিয়ো ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৭

॥ ৬১ ॥

তুমি দাঁড়িয়ো—ওগো দাঁড়িয়ো
আমার শেষের খেয়া-পারে ।
যখন পাড়ে এসে পারের আশে
ডাক্‌বো বারে বারে ॥
(যখন) প্রথম খেয়ায় তোমার বাঁশী
বাজে প্রভাত সুরে—
তখন আমি আলসেতে ছিলাম কতই দূরে,
মধ্য বেলায় হয়নি সময় বেচাকেনার ভীড়ে,

(এখন) সান্ধ্য খেয়ার যাত্রা আমার
আলো-আঁধারে—
তুমি দাঁড়িয়ো আমার সাঁঝের খেয়া পারে॥
দেওয়া-নেওয়ার হিসাব-খাতে
আমার হয়নি তেরিজ কষা,
লাভ-ক্ষতিরো হয়নি বিচার
এলোমেলো দশা—
(আজি) অসম্বলে যাত্রা আমার
অজানিত পাড়ে
অনিশ্চিত আশে পাড়ী অকূল পারাবারে।
তুমি দাঁড়িয়ো আমার অপার-খেয়া-পারে॥

ফাল্গুন, ১৩৩৭

॥ ৬২ ॥

কবে তুমি আস্‌বে ওগো!
ঘুচিয়ে দিতে আশার ব্যথা,
বুকের বোঝা নামিয়ে দিতে
শুন্‌তে আমার প্রাণের কথা?

কঠিন দুয়ার খুল্‌বে কবে
কোমল পরশে,
দুখের অশ্রু শুকিয়ে যাবে
পুলক-হরষে,

সকল বাঁধন টুট্‌বে আমার
জুট্‌বো তোমার সভা যথা ?

সোনার কমল উঠ্‌বে ফুটে
শুষ্ক সরসে,
পরশমণির অচল আলোক
জল্‌বে দরশে,
সকল তারে আমার বীণায়
বাজবে তোমার সুরের গাথা ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৭

॥ ৬৩ ॥

অলখ্‌ লোকে অচিন্‌ মানুষ
অজান্‌ সুরে বাজায় বাঁশী।
সে নয়তো কারো—কেউ নয় তাঁহারো
তবু তাঁরে ভালোবাসি ॥
নিত্য তাঁহার অবাক্‌ গানে
চিত্ত টানে তাঁহার পানে,
ছন্দ-রাগে কিরণ জাগে,
পরশ লাগে প্রাণে প্রাণে—
(যেন) অরূপ রূপে মেশামিশি।
তবু তাঁরে ভালোবাসি ॥
নৃত্য তাঁহার তাল-বেতালে,

বিশ্ব দোলে চরণ-তলে
নূপুর বাজে অন্তর মাঝে—
ঘণ্টা বাজে তালে তালে,
(নাচে) জন্ম-মরণ পাশাপাশি।
তবু তাঁরে ভালোবাসি।

ফাল্গুন, ১৩৩৭

॥ ৬৪ ॥

দাও নি চেনা চিন্‌বো কিসে—
দাঁড়িয়ে যদি থাকো পাশে ?
হয়তো কাছে ব'সে আছো, ঘুরি আমি আসার আশে ॥
কোথায় কবে ধূসর সাঁঝে,
কোন্ অজানা সাগর মাঝে,
জীবন-তরী ভাসিল যে—
ভুল-তরঙ্গের করাল গ্রাসে ॥
ভাবিতেছি দিশেহারা,
আঁধারে নাই কূল-কিনারা,
লক্ষ্যহারা ধ্রুবতারা,
পাড়ী ধরি কী আশ্বাসে ?
হয় তো তুমি তুলেছো পাল,
আপন হাতে ধরেছো হাল,
অন্ধ-আঁখির মন্দ কপাল
কাঁদি তবু পারের আশে ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৭

॥ ৬৫ ॥

বান্ যদি আজ ডেকে থাকে
ওরে তোর শুক্‌নো প্রাণে!
আপন মনে পাল তুলে তুই
ভেসে যা সেই সাগর পানে।

ঘর-ছাড়া, তোর কোথায় ঘর,
কেই বা আপন কে তোর পর?
তোর বিরামের নাই অবসর,
(ওরে ও সকল হারা!)
তুই কোন্ ছায়াতে পাত্‌বি আসন,
তাকাস্ পিছু কিসের টানে?

হেথা তোর সুখের কামনা,
আকাশে কুসুম রচনা,
অকূলের ঢেউ দেখে আজ
(ওরে ও আপন-ভোলা!)
জাগে যদি রে ভয় ভাবনা,
তবু যে তোর ভাস্‌তে হবে—
(ভাস্‌তে হবেরে,)
বাঁধন-ভাঙা কালের বানে॥

ফাল্গুন, ১৩৩৯

॥ ৬৬ ॥

আমার মলিন আমিটুকু
ডুবিয়ে দাও, ডুবিয়ে দাও—
ডুবিয়ে দাও হে তোমার মাঝে।
তুলে নাও, পুন তুলে নাও—
সুন্দর করে' তুলে নাও তা'রে
লাগে যদি তব কাজে ॥
এ নহে পুণ্য-সুষমায় ভরা শুভ্র কমলদল,
আবিল পংকে কণ্টক-লতা ধরিয়াছে বিষফল,
(হেথা) বাজেনা মিলন-বাঁশী ফোটেনা মধুর হাসি
মিনতির গানে আরতির দীপ
জ্বলে নাই কোনো সাঁঝে ;
শুধু হতাশার রাগে মৌন-বেদনা
সলাজ রোদনে বাজে।
তুমি সব নাও—মোর সব নাও হে !
কেড়ে লও গৌরব-গ্লানি,
তোমারি প্রেমে পূর্ণ কর হে
শূন্য হৃদয়খানি।
তোমারি নামের গান তোমারি স্নেহের দান
তোমারি মধুর ধ্যান চিত্তে যেন সদা রাজে।
আমায় সাজিয়ে দাও, সাজিয়ে দাও—
সাজিয়ে দাও, হে কাঙাল-সখা,
দীন-হীন কাঙালের সাজে ॥

*ফাল্গুন, ১৩৩৯

॥ ৬৭ ॥

মাঝি, ওরে জীবন-তরীর মাঝি !
তোর বাইতে হবে উজান-জলে।
তুই উল্টো হাওয়ায় পাল খাটালি রে—
তরী যে তোর উল্টো চলে !
তোর বাইতে হবে উজান-জলে ॥
এসেছিস্ আঁধার বাঁকে
তার অচিন্ কিনারা,
ঢেকেছে বাদল-মেঘে
নিশানার তারা,
তুই মাঝ দরিয়ায় পথ হারালি রে—
পার হবি আর কার বলে ?
তোর বাইতে হবে উজান জলে ॥
এ পথের এই উল্টো ধারা,
(হেথা) নাইকো রবি, পবন, তারা,
(শুধু) আঁধার তীরে বাজে বাঁশী
শব্দ-নিশানা—
এ অকূলে চাস্ যদি তুই সুখের কিনারা,
খুব কোসে হাল ধ'রে শোন্‌রে বাঁশীর ইসারা,
একটানা সেই সুরের পথে রে—
তুই উজান বেয়ে যা চলে।
তোর বাইতে হবে উজান-জলে ॥

ফাল্গুন, ১৩৩৯

॥ ৬৮ ॥

আমার সকল গানের সুরে
তোমার বীণা বাজায়ো।
আমার সকল কথার মাঝে
তোমার ভাষা সাজায়ো॥
সুখে দুঃখে সকল কাজে
চিত্তে আমার যে ভাব রাজে,
ভালো-মন্দ সকল আমার
তোমার ভাবে সাজায়ো;
আমার গতির ছন্দ বেঁধে
তোমার বীণা বাজায়ো।
চাইবো যাহা আর না দিও,
দেইনি যাহা তাহাও নিও,
সকল-হারা করে আমায়
কাঙাল বেশে সাজায়ো,
সব-হারাদের দুখের গীতে
তোমার বীণা বাজায়ো॥

ফাল্গুন, ১৩৩৯

॥ ৬৯ ॥

গোপনে রহিয়া কী খেলা খেলিছো
আমারে ভাঙিয়া গড়িয়া?
যত বার পড়ি তত বার তুমি
তুলিছ যতনে ধরিয়া।

যেথা যবে যাই আলোকে আঁধারে
পথে জনপদে, বিজনে কান্তারে
তুমি চলো সাথে অন্তরে বাহিরে
যত দূরে যাই সরিয়া।
যারে ভালোবাসি ভাবি আপনার
তুমি যেন আসি মাঝে বসো তার,
এড়াতে তোমারে চাহি যতবার
তুমি থাকো তারে ঘেরিয়া—
ওগো অকরুণ, এ কি গো করুণা,
এ কি মধু-সঙ্গ অথবা ছলনা ?
কেন অযাচিত এ প্রেম-ঝরণা
ঢালিছ হৃদয় ভরিয়া।

ফাল্গুন, ১৩৩৯

॥ ৭০ ॥

পড়ুক ঝরে'—পড়ুক ঝরে' !
জোছনার ধারার মতো
সুরের ঝরা পড়ুক ঝরে'
সকল আমার পূর্ণ করে'।
সুরের আলো তারায় চাঁদে,
ওই সুরে মোর পরাণ কাঁদে,
বাতাসে সুর ব'য়ে যায়,
সুরে যে বাদল ঝরে।
ওগো কে বাজায়—
কে বাজায় গগন-মাঝে ?

মরমে সে সুর বাজে,
ওই সুরে যে জীবন-ধারা
ঝরছে সদাই ভুবন ভ'রে !
পড়ুক ঝরে'—পড়ুক ঝরে'।

চৈত্র, ১৩৪১

॥ ৭১ ॥

আর কত দিন তোমার আশে
পথ চেয়ে রইব গো ?
বিফলতার বেদনা কী
জনম জনম সইব গো !
বুক-ভরা মোর দুখের বেদন,
জড়িয়ে পায়ে হাজার বাঁধন,
এম্‌নি কি গো সারা জীবন
শুধুই বোঝা বইব গো !
তাইতো বাহির হলেম সখা,
পথে যদি পাই গো দেখা
লুটিয়ে তোমার চরণ তলে
মনের কথা কইব গো !
পথের মাঝে আলো আমার
নিভেই যদি যায় গো এবার !
না হয় শুধু আশায় তোমার
পথেই পড়ে' রইব গো ॥

চৈত্র, ১৩৪১

॥ ৭২ ॥

আমায় পাগল করো—পাগল করো হে!
আগল আমার মুক্ত করো
তোমার সরল পথে যেতে।

মনের গরব হরণ কোরে
দাও হে আমায় নিলাজ কোরে,
চরণ ধূলির পরশ তরে
হৃদয় আমার দিচ্ছি পেতে।

শুনছি দূরে মোহন বেণু
বাজ্‌ছে নুপূর রুণু ঝুণু
ওই রবে মোর চিত্ত-ধেনু
গোষ্ঠে যেতে উঠ্‌ছে মেতে।

কোন্ পথে যাও হে উদাসী,
কোন্ কাননে বাজাও বাঁশী?
ওই রসে মোর প্রাণ পিয়াসী—
মন কাঁদে যে সঙ্গ পেতে॥

ফাল্গুন, ১৩৪২

॥ ৭৩ ॥

প্রিয় হে পূর্ণ কর, পূর্ণ কর—শূন্য হিয়া পূর্ণ কর!
সকল চাওয়া সকল পাওয়া
বারে বারের আসা-যাওয়া
এ খেলা-ঘরের খেল্‌না আমার
চূর্ণ কর—চূর্ণ কর।

কত হাটের বেচা-কেনা,
কতই আছে পাওনা-দেনা,
দেখা শুনা চেনা জানা
সকল আমার চূর্ণ কর—চূর্ণ কর।

তোমার নামে যাত্রা করি
ঘাটে ঘাটে ভিড়াই তরী,
পথের যত বাধা দেরী
সকল আমার চূর্ণ কর—চূর্ণ কর।

জ্বালিয়ে প্রদীপ তোমার হাতে
চালাও মোরে সহজ পথে,
আমার জীবন-নদীর শুক্‌নো খাতে
প্রেম-জোয়ারে পূর্ণ কর॥

ফাল্গুন, ১৩৪২

॥ ৭৪ ॥

আর কত দিনে খুলিবে দুয়ার!
রহিবে কি চিররুদ্ধ মন্দির তোমার?

কত জনমের কত আশা ল'য়ে
আসিয়াছি ওগো, কত পথ ব'য়ে,
যুগ-যুগান্ত রয়েছি যে চেয়ে—
শুভ লগন হবে না কি আর?

সারা জীবনের যা-কিছু আমার
লহ হে পূজারী, চরণে তোমার,
পলকের তরে বিনিময়ে তার
সত্য-আলোকে ঘুচাও আঁধার—

খোলো খোলো ওগো, স্বর্ণ-আবরণ
হে প্রিয় দেবতা, অনাথশরণ!
দেখাও আমায় করি নিবেদন
শিব-সুন্দর অমৃতাধার।

ফাল্গুন, ১৩৪২

॥ ৭৫ ॥

আমি লাজে মরি আমারে নেহারি
কী গুণে তোমারে চাহিব!
মম অন্তরের কালি ধুতে নাহি পারি
কোন্ সায়রে নাহিব?

ভিতরে বাহিরে রহিয়াছ তুমি,
হেরিছ অন্তর অন্তরযামি,
তবু ভাবি আমি—ছলনা-অঞ্চলে
আমারে আবরি রাখিব।
হৃদয়ে আমার পেতে আছো কান
শুনিতেছ সদা মরমের গান,
তবু ভাবি আমি—শুনিছ না তুমি
শুনায়ে তোমারে গাহিব—
সদা জাগিতেছ ওগো ধ্রুবতারা,
চির-প্রবাহিত তব প্রেম ধারা,
তবু এ অকূলে আমি দিশে হারা
কোন্ স্রোতে তরী বাহিব ?

ফাল্গুন, ১৩৪২

॥ ৭৬ ॥

আমি সকলের চেয়ে বেশী চাই মনে,
মুখে বলি শুধু—"চাইনা-চাইনা।"
তোমারে ঢেকেছি "আমির" আড়ালে
তাই তো তোমারে পাই না।
যশের কাঙালী পরি চীরবাস
সম্মান-লালসে বলি "তব দাস",
এ কী অহমিকা—এ কী পরিহাস !
কেন সরল সুপথে যাই না ?

নিজের উপর নাহি অধিকার,
আমারে চালায় প্রভুত্ব আমার,
ভেঙে দাও প্রভো, এ গর্ব অহংকার
যেন তোমা ছাড়া কিছু চাই না।

ফাল্গুন, ১৩৪২

॥ ৭৭ ॥

পলাতক এক বঁধুর খোঁজে
আমার হেথায় যাওয়া-আসা।
জানিনা কাহার ভুলে
ভুলেছে সে ভালোবাসা!

কবে যে দেখেছি তাঁরে
কোন্ লগনে কোন্ বাসরে—
চিনিব কি, চিনিবে কিনা?
করি তবু চেনার আশা।

দেখা কভু হয় কী না হয়,
দেখ্‌লে কথা কয় কী না কয়?
দেবো তাঁরে কোন্ পরিচয়—
কী হবে সে কথার ভাষা?

বিফল খোঁজের এই এক নেশা,
সেই অদেখার সঙ্গে মেশা!
পাগল করেছে মোরে
অচিন বঁধুর ঘোর দুরাশা।

কোথায় সে দেশ, কেমন সে বেশ,
কোথায় হবে এ পথের শেষ ?
জানি না গো কী নাম তাঁহার,
তবু করি পাওয়ার আশা।

ফাল্গুন, ১৩৪২

॥ ৭৮ ॥

অপমানের আঘাত যত পাই
নিন্দা গ্লানি ব্যথা হানে বুকে !
ততই যেন তোমায় কাছে পাই
হৃদয় আমার ভরে গরব-সুখে।

তোমার কাছে সাজে না যে
কোনোই অভিমান !
যতই মোরে লক্ষ জনে
করুক পূজা দান—

তা'র মাঝে রয় অনেক ফাঁকি,
পাওনা দেনা থাকে বাকি
—দেয় না সাড়া বুকে,
শুধু তোমার ধ্যানে ভরে আমার প্রাণ,
পূর্ণ থাকি সকল সুখে-দুখে।

চৈত্র, ১৩৪৩

॥ ৭৯ ॥

ওগো ভাঙিয়ে দিয়ো—
তোমার চরণ-পরশ দিয়ে
আমার এ ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ো !

রং-হারা মোর অলস আঁখি
দরশ-রাগে রংগিয়ে দিয়ো—
রংগিয়ে দিয়ো।

পথ-হারা মোর উদাস মনে
খেয়াল জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
তুমি তোমার প্রেম-বাঁধনে
এ মন আমার বেঁধে নিয়ো—

ধুয়ে সকল ময়লা মাটি
জ্বালিয়ে তা'রে করে' খাঁটি
তুমি তোমার উজ্জ্বল রঙে
রংগিয়ে নিয়ো—রংগিয়ে নিয়ো।

চৈত্র, ১৩৪৩

॥ ৮০ ॥

অল্পে আমার মন ভরে না,
অনেক পেতে চাই।
চাইতে গিয়ে বিফল চাওয়া
যতই ব্যথা পাই।

আমার এ চাওয়ার নেশা,
বুক-জোড়া এ আকুল তৃষা,
মরুর মাঝে পথহারা রে
পথের পানে টান্‌ছে সদাই।

দরদী গো গোপন বঁধু!
মিলন তোমার মরণ-মধু,
স্মরণে যে অশেষ রসের
অন্ত নাহি পাই—

ধরা-ছোঁয়ার ওপার হ'তে
যে সুর বাজাও নিঝুম রাতে,
সুরে মাতাল মন-মৃগ মোর
পথ-হারা যে তাই—
খুঁজে নাগাল পায়না তবু
খোঁজের বিরাম নাই।

চৈত্র, ১৩৪৬

॥ ৮১ ॥

প্রিয় হে! এ মালা পরিও গলে,
সারা জনমের সঞ্চিত বাসনা—
গেঁথেছি নয়ন-জলে,
এ মালা পরিও গলে।

যে কথা হয়নি বলা,
যে ফুল হয়নি তোলা,
যে দীপ জ্বালিনি ভুলে,
ভাঙা অতীতের ধূলি হ'তে আজ
সকল এনেছি তুলে—
এ মালা পরিও গলে।
যদি নয়নের কোণে জল আসে প্রিয়!
দিও গো আমায় ফিরায়ে দিও,
যদি হাসি ফোটে বেদনার মাঝে,
হাসিটি তুলিয়ে নিও—
এ ব্যথার পূজা নিঠুর দেবতা,
চাহ না যে তুমি—জানি আমি তা,
তবু এ দীনের মিনতি চরণতলে—
বিফল পূজার দক্ষিণার হার
এ মালা পরিও গলে॥

চৈত্র, ১৩৪৩

॥ ৮২ ॥

তোর ফাগুন্ যদি গেল রে বিফলে—
এলো যদি কাল-বৈশাখীর ঝড়,
ভাংলো রে ঘর অকালে!
ছেড়ে দে তোর জীর্ণ তরী,
খুলে ফেল্‌রে বাঁধন-দড়ি,

অকূলে তুই পড়্‌না ভেসে
ঝড়ের হাওয়ায় পাল তুলে।
ভাংবে যা তা ভাঙ্‌ক পিছে
কেনরে তুই ভাবিস্‌ মিছে ?
তাঁর কথা তুই ভুলিস্‌ নারে,
সে যদিও যায় ভুলে—
মরণ যদি ডাক্‌ছে তোরে,
কাজ কি রে তোর পিছন ফিরে ?
ভুল কোরে আর তুলিস্‌ নে ঘর
কূল-ভাঙা এ নদীর কূলে।

ফাল্গুন, ১৩৪৪

॥ ৮৩ ॥

আমার সাথীহারা বিজন পথে
নিভ্‌লো যে মোর বাতি,
ওগো সাথী,—ওগো সাথী !
নীল গগনের কাজল আঁখি অশ্রুবাদল ঝরে
বেদন বাজে উদাসী হাওয়ায়—
আমি আঁধার পথে চল্‌বো কেমন করে'
ঘনিয়ে এলো রাতি ॥
কোথায় তুমি নিদয় বঁধু !
কোন্‌ দরিয়ার পারে ?

এসো তোমার তরী বেয়ে,
ডাক্‌ছি বারে বারে—
আমি পথের মাঝে আছি বসে' গো
হৃদয়-আসন পাতি।

ফাল্গুন, ১৩৪৪

॥ ৮৪ ॥

ওগো পাষাণ প্রিয়,
আর কতকাল কাঁদ্‌বো নিরালায় ?
শূন্য যে মোর পূজার আসন, শূন্য দেবালয়
আশার আলো নিভু নিভু
শেষ শিখাটি জ্বল্‌ছে কাঁপি,
আরতির ধূপ জ্বল্‌ছে জ্বালায়
বক্ষে আমার জীবন ব্যাপি,
মালা যে মোর শুকিয়ে গেল
অশ্রু-ধোয়া বরণ- ডালায়—
এসো গো মোর নিঠুর বঁধু
ডাক্‌ছি অবেলায়।

ফাল্গুন, ১৩৪৪

॥ ৮৫ ॥

পাগ্‌লারে, তুই মনকে শুধা মনের কথা।
না বুঝে তুই মনের গরজ ছুটিস্‌ নে আর
যেথা-সেথা।
ওরে, পাখী যদি চায়রে মুক্ত হাওয়া—
মিছে যে তোর সোনার শিকল,
মিছেই প্রবোধ দেওয়া,
(ওরে ও অবোধ খেপা মিছে প্রবোধ দেওয়া—)

তুই খুলে দে তার খাঁচার দুয়ার
বাইরে এসে জুড়াক ব্যথা।
তোর নদী যদি চায়রে সাগর জল—
মিছে বালির বাঁধন দিয়ে
করিস্‌ নে আর ছল,
বাঁধ ভেঙে দে—চলুক স্রোত
ঘুচ্‌বে আবিলতা।
তুই ভালোমন্দ ভাবিস্‌ মিছে হায়!
ভাঙন-লাগা স্রোতে কি রে
দু-কূল রাখা যায়?
কোন্‌ কূলে তুই বাঁধ্‌বি যে ঘর—
তোর মন জানে সে কূলের কথা।

ফাল্গুন, ১৩৪৪

॥ ৮৬ ॥

দিনের খেয়ায় কর্‌লে না পার
এলো আঁধার রাতি,
সঙ্গে আমায় নিলে না গো,
নিভিয়ে দিলে বাতি।
আমার পা চলে না বাঁকা পথে,
নাইকো বুকে বল,
দাঁড়াবার ঠাঁই নাইকো হেথা,
চক্ষে ঝরে জল—
আমি মাঝ পথে আজ কাঁদ্‌ছি একা গো,
কোথায় পথের সাথী ?
হেলা যদি কর্‌বে এমন,
পরবে নাকো গলে,
নিলে কেন গুণের বঁধু,
বনের এ ফুল তুলে ?
তুমি চরণতলে দল্‌বে যদি গো—
কাজ কি ছিল এমন মালা গাঁথি ?

॥ ৮৭ ॥

তাঁরে তুই ভাবিস্ নারে পর,
নাম নিয়ে যার নাম্‌লি পথে
ভেঙে আপন ঘর।
কেন তাঁয় খুঁজিস্ দূরে ?
লুকিয়ে আছে সে অন্তরে—
অন্ধ রে, তুই অন্তরে দেখ
এক হবে তোর দূরান্তর।
দেবালয় তোর নকল আমি,
দেবতা যে তোর অন্তর্যামী,
রয় না দূরে সে ঘর ছেড়ে
প্রিয় প্রাণেশ্বর।

ফাল্গুন, ১৩৪৪

॥ ৮৮ ॥

যতবার আমি গাঁথিয়াছি মালা,
রচেছি বন্দনা-গান,
তোমারে পূজিতে হে দেব পাষাণ !
—সকলি হয়েছে ম্লান।
এতো আয়োজনে মোর এই বিফলতা,
হয়তো আমারে দিত কত ব্যথা—
যদি মানিতাম বুঝিয়াছ তুমি,
তোমাতে রয়েছে প্রাণ।

ওগো প্রাণহীন প্রাণের দেবতা,
শুনাতে চাহিনা মরমেরি কথা,
তুমি লওনি যে কিছু—এই গর্ব মোর
যাকিছু করেছি দান।—
না পাওয়ার সুখ, অদেখার নেশা,
অচেনারে দেওয়া এই ভালোবাসা
বিনা প্রতিদানে সফল করেছ,
—রেখেছ প্রেমেরি মান।

ফাল্গুন, ১৩৪৫

॥ ৮৯ ॥

আমার ঘরের প্রদীপটিতে
জ্বালিয়েছো যে আলো—
সেই আলোতে একলা জাগা
এই তো আমার ভালো।
দিশেহারা পথে আমার
এই যে পথের সাথী,
তোমার দেওয়া সুখ-দুখেরি
পরশ-লাগা বাতি—
তারি আলো-উজল পথে
স্মরণ তোমার চল্‌বে সাথে,
আমি চলার নেশায় চল্‌বো একা
নিয়ে আমার আলো।
সেই তো আমার ভালো॥

ফাল্গুন, ১৩৪৫

॥ ৯০ ॥

তোর সাধের ভেলা রইল কূলে বাঁধা যে ?
ভাসিয়ে দে—ভাসিয়ে দে !
অচিন-সাগর মাঝে রে আজ
অজানারি সন্ধানে,
ভাসিয়ে দে।
ছুট্‌বে সকল পাওয়ার নেশা,
মিট্‌বে রে তোর সকল আশা,
শুধু খুলে দিয়ে সকল বাঁধন
ভেলাখানি ভাসিয়ে দে।
"পেয়েছি পার" বল্‌ছে যারা
এ পারেই ঘুর্‌ছে তারা—
ও অপারের নাই রে ও-পার,
অফুরন্ত এক-টানা—
কূল-হারারে খুঁজ্‌লে কূলে,
ভুলতে হবে বিষম ভুলে,
অকূলে তুই চল্‌রে ভেসে
(শুধু) ভেসে যাওয়ার আনন্দে।
ভাসিয়ে দে—ভাসিয়ে দে !

ফাল্গুন, ১৩৪৫

॥ ৯১ ॥

সকল ভুলের ভোলারে তুই,
ভুলে যা অতীত ব্যথা।
যখন যেমন. থাক্‌রে খুসি—
তুলিস্‌ নে আর গত কথা।
মিছে তোর আসা-যাওয়া,
মিছে তোর চাওয়া-পাওয়া,
ছায়া রে—ছায়া!
কান্না হাসির খেলা যে তোর
মায়ার মালা গাঁথা।
কী হবে ভাবিস্‌ মিছে,
কেন তুই তাকাস্‌ পিছে?
ভোলা রে—ভোলা!
তুই মরুতে খুঁজিস্‌ বারি
পাষাণে চাস্‌ দেবতা॥
দাঁড়া তোর আপন পায়ে,
ওঠ্‌রে একা খেয়ার নায়ে,
একা রে—একা,
চল্‌রে তুই একলা বেয়ে
কূল মেলে তোর যথা।

চৈত্র, ১৩৪১

॥ ৯২ ॥

আঁধারে ওই অসীম কালোয়
কালোর সেরূপ উঠছে ভাসি।
নয়ন-হীনে দেখে কালো, কালায় শোনে কালোর বাঁশী।
এ চোখে তা যায় না দেখা,
ছবিতে তা হয়না আঁকা,
পূজা তাঁহার হয় গো শেখা
কালোয় কালো গেলে মিশি।
আলোয় যত খুঁজ্‌বে তাঁরে
মিশে যাবে সে আঁধারে
অন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে
দেখতে হয় রে কালোশশী—
হবে যে দিন কেবল কালো,
নিভে যাবে সকল আলো,
সেদিনে দূর নিকট হ'লো—
ধর্‌বে হাতে কালো আসি॥

ফাল্গুন, ১৩৩৭

॥ ৯৩ ॥

সেই তালেতে ছন্দ বেঁধে
গাও রে পাগল মন!
তোর জীবন-যন্ত্র যে আঘাতে
বাজে অনুক্ষণ।
ছেড়ে দে অসতের ধারা,

বিদ্রোহী যে সবাই তারা রে—
আপন চিনে হ-রে আজি
সত্য-পরায়ণ।
অন্তরে তোর অন্তর্যামী
শ্রবণ-নয়ন বহির্গামী রে—
ঘরে ফেলে হৃদয়-স্বামী
করে বাইরে বিচরণ।
চোখ মুদে দেখ পূর্ণ শশী
কান্ চেপে শোন্ বাজায় বাঁশী রে—
তোর হৃদাকাশে রে পিয়াসী,
প্রিয় সুদর্শন।

ফাল্গুন, ১৩৪২

॥ ৯৪ ॥

যে গন্ধে বিভোর মনো-মৃগ মোর!
সে নহে বাহিরে—সে নহে দূর।
ওরে ও মাতাল, আকাশ পাতাল
তোর আপন গন্ধে ভরপূর।
চঞ্চল ওরে, কেন রে বিভল?
—সে নহে যমুনা, নহে সে কদমতল,
যে বাঁশী শুনিয়া দূরে, ছুটিয়া মরিস ঘুরে,
বাজে নিরন্তর তোরি অন্তরে সে সুর
সে নহে বাহিরে, সে নহে দূর।

১৩৩৯ সাল

॥ ৯৫ ॥

জানি, তুমি পথের শেষে
হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকো,
মানি, তুমি সবার শেষে
আদর কোরে কাছে ডাকো।
তবু চাই যে—চলার পথে
থাকো আমার সাথে সাথে,
সাড়া দিয়ে জানাও মোরে,
তন্দ্রা ভেঙে সজাগ রাখো।
বক্ষে লাগুক তোমার পরশ,
চক্ষে ভাসুক তোমার দরশ,
শত জন্মের এ আশা মোর
পূর্ণ কী আর হ'বে নাকো ?

চৈত্র, ১৩৪৬

॥ ৯৬ ॥

আয়োজন পূর্ণ হ'লে না ডাকতেই আপনি আসো,
দেহ-মন শুদ্ধ হ'লে সেধেই তুমি ভালোবাসো।
জানি তুমি নয়তো দূরে—
তবুও কেন মরছি ঘুরে,
অন্তর কেন হয় অন্তরে ?
প্রিয়, আমার ভ্রান্তি নাশো।
হয় নি বুঝি আসন পাতা !

ভুল হয়েছে মালা গাঁথা,
সুর বাঁধা মোর বীণার তারে
হয় নি তোমার সুরে—
তাইতো এসে কুটীর-দ্বারে
ফিরে যাও গো বারে বারে,
আমি মিছে কাঁদি ব্যথায়
ভুল দেখে মোর তুমি হাসো।

চৈত্র, ১৩৪৬

॥ ৯৭ ॥

তুমি যে আমারে ভালোবাসো ওগো,
এ কথা সবারে বলিতে দাও।
সকলের কাছে কহিতে পারি না
এ ভীরুতা মোর হরিয়া নাও।
কী গরব মোর—আমি ভালোবাসি ?
একা তুমি—তোমা চাহে বিশ্ববাসী,
এই গর্ব মোর এ সবার মাঝে
তুমি যে কেবল আমারে চাও।
আমার পথে যে তোমার বাঁশরী বাজায়ে চলেছ আগে,
তোমার রাগিণী আমারে যে বঁধু রাঙায় নবীন রাগে,
আমার ভাষায় সে সুর তোমার ফুটায়ে দাও—
সব লাজ মোর ভেঙে দিয়ে আজ
আমারে তোমার করিয়া নাও॥

চৈত্র, ১৩৪৬

॥ ৯৮ ॥

বিশ্ব-মেঘের আঁধার ছায়ায়
আমার দীপালি—
কতই ছোট কতই হেয় আমার জ্ঞানের দে'য়ালী।
যতই জ্বালি উঁচু করে'
আঁধার জমে চারিধারে
চেনারা সব হয় অচেনা,
অজানা রয় জানার হেঁয়ালি।

অসীম-দেশের হে মনোহরণ,
কবে তোমার এই আবরণ
নিজ খেয়ালে কর্‌বে হরণ
ওগো খেয়ালি ?

লীলা-জালের আড়াল হ'তে
হাত মেলাবে আমার হাতে
কোন্ সুদিনে জ্বাল্‌বে তুমি
প্রেমের দে'য়ালী।

১৩৫১ সাল

॥ ৯৯ ॥

ধন্য করেছ ব্যথা দিয়ে মোরে
(সে যে) তোমারি স্নেহের দান।
দিয়ো মোরে নাথ, দিয়ো গো শকতি
রাখিতে দানের মান।

এ আঘাত প্রিয়, শাসন তোমার
চূর্ণ কোরে দিক্ গর্ব অহংকার,
দৈন্যরূপে ঢালো ধারা করুণার,
চরণে দলিয়া করো ক্ষমাবান্।

রুদ্রতেজে তব জ্বালাও দহন,
পুড়ে পুড়ে মোরে শিখাও সহন,
নত-শির করো করিতে বহন
যত লাঞ্ছনা অপমান।

১৩৫১ সাল

॥ ১০০ ॥

জ্বালায়ে রাখিয়ো আলো মোর জীবন-পথে,
হে মম পরম প্রিয়, জ্বালায়ো আপন-হাতে।
দিনের আলোকে করি কোলাহল
আসে যায় পথে কত যাত্রিদল,
চেয়ে থাকি আমি স্বপন-বিহ্বল—
আসো কিনা তুমি তাদেরি সাথে।

একে একে সবে কোথা চলে' যায়—
একা পথে আমি খুঁজি যে তোমায়,
পদে পদে পথ, হারাইয়ে যায়
বিজন গভীর আঁধার রাতে—
এই যেন তুমি কাছে সাড়া দাও,
ওই কত দূরে বাঁশরী বাজাও,
আগে আগে যেন ছুটে চলে যাও
আমি চলিতে পারি না সাথে।

১৩৫২ সাল

॥ ১০১ ॥

ভেঙেছ যে গঠন আমার
সেই তো ভালো—সেই তো ভালো।
আমার গাঁথা দেয়াল দিয়ে
ঢেকেছিলাম তোমার আলো।

খেলাঘরের অন্ধ-কোণে
মত্ত ছিলাম সাথীর সনে,
তোমার কথা হয় নি মনে
(মিছে কাজে) দিন ফুরালো—দিন ফুরালো।

মাথা নত হয় যে লাজে,
নিঃস্ব করে' ডাক্‌লে কাজে
অসময়ে কাঙাল সাজে
বিশ্ব যে আজ হাত বাড়ালো।

•১৩৫২ সাল

॥ ১০২ ॥

প্রভু হে, আমার বুক-জোড়া এ হোমের শিখা
পায় কি তোমার চরণ ছোঁয়া ?
আমার গোপন নয়ন জলে হয় কি তোমার চরণ ধোয়া ?
আমার হাসি আমার এ গান,
দীন আয়োজন তুচ্ছ এ দান,
নয় তো তোমার মনের মতো—
স্বভাব আমার তবুও দেওয়া।
জানি আমার স'বি আছে,
তুমি, সবার চেয়ে বেশী কাছে,
তবু চাওয়ার নেশা যায় নি আমার,
পূর্ণ হয়নি সকল-পাওয়া।

১৩৫১ সাল

॥ ১০৩ ॥

আজি উৎসব রাতি, দেবতা, তব আরতি
করি নিবেদন মম মানস-ধূপে।
হোক ভস্ম সম সব বাসনা মম
তব বিরহ-দহনে পুড়ি চুপে চুপে।
অজানা বেদনে ঝরা মম নয়নবারি
পাক্ত চরণে তব হে গোপনচারী,
এ মোর মিনতি ওগো জীবন-সাথী,
গড়ে' নিয়ো গো মোরে তব অনুরূপে।

মম হৃদয়-দীপে তব রূপেরি আলো
উজল করি প্রিয় জ্বালো আজি জ্বালো,
করি প্রণতি ওগো বিশ্বপতি,
তুমি লও গো সকলি মম দক্ষিণা-রূপে।

১৩৫২ সাল

॥ ১০৪ ॥

এলো ওই এলো যে রে ফুলফোটানো দখিন হাওয়া,
খুলে দে আজ সকল দুয়ার, সাজেনা আর আগল দেওয়া।
আঁধারের পরদা ঠেলে নামলো আলোর ঢেউ,
ঘুম ভাঙানো গান গাহে ওই পাখী—
"জাগোরে ভাই, জাগো বহিন মেলো অলস আঁখি"
অন্ধ-কোণে বন্ধ হ'য়ে থেকো না আর কেউ,
লাগ্‌লো আলোর ঢেউ—
আজ্‌কে এলো দেওয়ার পালারে,
দিতে হবে দেওয়ার মতো ভুলে গিয়ে চাওয়া—
রে ভাই, ভুলে সকল পাওয়া।

১৩৫২ সাল

॥ ১০৫ ॥

মনকে কেবল দিয়েছিলাম মন-ভোলানো দান,
শুনিয়ে ছিলাম শুধুই তারে ঘুমপাড়ানো গান।
থাম্‌ছে যতই দোলার দোলন,
ঘুম ভেঙে সে করছে রোদন,
বেদন-ভরা জাগরণে পূর্ণ অভিমান।
আজকে যে তার সান্ত্বনা চাই,
দেওয়ার মতো কিছু যে নাই—
তার পাওয়ায় ছিল অনেক ফাঁকি,
আমার দেওয়ায় ছিল ভান।
সব ক্ষতি তার পূরণ কোরে
আজ্‌কে আমি দেবো ভরে'
সকল শূন্য সকল দৈন্য সকল অপমান
মন খুলে আজ শুনাব তায়
সহজ-মনের গান।

১৩৫১ সাল

॥ ১০৬ ॥

পথের যাত্রী শুধায় ডেকে আমায় তোমার নাম,
জান্‌তে চায় যে—কেমন তুমি, কোথায় তোমার ধাম?
পরিচয়ের নাই যে ভাষা,
চোখে দেখার নাই যে আশা,
(তাঁরা) মানে না যে অন্তরেতে আছো আত্মারাম।

তুমি রূপ-রসেরি লীলা-সাগর
আপন ঢেউয়ে আপনি উথাল,
তোমার খেলা তোমার প্রিয়,
বিশ্বরূপে কর্‌লো আড়াল—
অন্তরালের অনন্ত গো,
কি ক'রে আজ বুঝাই বলো,
"আমি" ছাড়া নাই যে "তুমি" ওগো আত্মারাম ॥

চৈত্র ১৩৪৬

॥ ১০৭ ॥

বোঝাই করা হ'লে সারা, দেবে ছেড়ে খেয়ার তরী
(ও-পারে ঐ জ্বল্‌ছে আলো—পারের নিশানা)
আলোয় আলোয় এগিয়ে চল্‌রে
রোস্‌নে সবার পিছু পড়ি !

চল্‌লো আগে পারের যাত্রী—
একলা যেতে হ'লে রাত্রি,
বাঁকা পথে রাত-কানা তুই,
কে নেবে তোর হাত ধরি ?

সাঙ্গ করি বেচা-কেনা
মিটিয়ে দেনা পাওনা-দেনা,
(নৈলে) পা দিয়ে নায়ে পড়্‌বে মনে
গরমিলের সেই কানাকড়ি।

তোর নাই-বা হলো লাভের খাতা,
মিল্ ক'রে নে শেষের পাতা,
দু-দিকে তোর শূন্য দেখে
সবাই দাবী দেবে ছাড়ি—

খেয়ার নায়ে বাজে বাঁশী!
থামিয়ে দে তোর কান্না-হাসি;
চুপ ক'রে শোন্ কোথা বাজে,
চল্‌রে সুরের সে-পথ ধরি!

নিভেও যদি পথের আলো?
চল্‌বি "শব্দ" লক্ষ্য করি।

চৈত্র ১৩৩৬

॥ ১০৮ ॥

পারের তরী রইল বাঁধা হায় গো,
কোথায় পারের নাইয়া?
এই অবেলায় উথাল গাঙে
তীর ছাপিয়ে ঢেউ যে ভাঙে,
দুই পারেতে আঁধার জমে,
কূল-কিনারা নাই গো।
যা ছিল মোর পারের কড়ি
দশ চোরে তা নিল হরি গো—
শুধু আমার আমি তোমায় দিয়ে
পার হ'তে যে চাই গো।

খালি হাতে এলাম ঘাটে,
ফিরবো না আর আঁধার বাটে গো—
আমি অচিন্ পথে তোমার আলো
দেখ্‌তে যেন পাই গো।

॥ ১০৯ ॥

দিনের আলো নিভে এলো
থাম্‌ছে কোলাহল,
মাথার বোঝা নামিয়ে দিয়ে
চল্‌রে খেপা চল্।
চল্‌রে মত্ত আপন ঘরে
সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়ে যেথায়
দাঁড়িয়ে বঁধু তোর তরে—
পথ-চাওয়া তা'র ব্যাকুল আঁখি
করে ছল ছল্
চল্‌রে সেথা চল্।
বাইরে কে তোর আছে আপন?
এযে জাগিল্‌-চোখে মায়ার স্বপন,
পান্থশালার পথিক-বন্ধু
পথের যাত্রীদল।
চল্‌রে ঘরে চল্।

॥ ১১০ ॥

তোমার আমার মাঝখানে
কে দিল আড়াল টেনে,
করলো ব্যবধান ?
ঘুচাও তুমি মুছাও তুমি
শুনিয়ে তোমার ভুল ভাঙানো গান।
বাতাস যেমন মেঘ উড়ায়ে
ফুটায় চাঁদের আলো,
তেমনি তোমার পরশ দিয়ে
(আমার) প্রেমের প্রদীপ জ্বালো!
শুনাও মোরে অভয় বাণী—অমর লোকের গান,
বিরহী মোর অথির পরাণ, প্রিয়, ঘুচাও ব্যবধান।

১৩৫২ সাল

॥ ১১১ ॥

মাধবী রাতে এমন তরল জোছনা পাতে
কে জানে কার মনের কথা,
কোন্ ব্যথা কে চায় জানাতে ?
কোন্ অজানা মেঘের পানে
কোন্ চাতকী চায়,
কোন্ অচেনা দেশের পাখী
কোন্ সুদূরে ধায়
কি বেদনাতে— ?
মাধবী রাতে।

বিয়োগে মিলন মাখা,
হরষে বিষাদ ঢাকা,
পুলকে পাগল হিয়া
কি আশাতে—মাধবী রাতে!

১৩৫১ সাল

॥ ১১২ ॥

আমি আমায় দিলাম—আমায় দিলাম।
নকল আমি তোমায় দিয়ে
আসল আমি ফিরে পেলাম।
(ওগো "কাঁচা আমি" তোমায় দিয়ে, "পাকা আমি" ফিরে পেলাম)।
আমার কি তা ছিল জানা ?
"তুমি" থাকতে "আমি" মেলে না—
আজ কাঁচের পুতুল তোমায় দিয়ে গো,
বদলে তা'র মাণিক নিলাম।
তোমার পায়ে নোয়াই মাথা তোমার পূজার ছলে
"আমি" ছাড়া কোথায় "তুমি ?" মন কেঁদে মোর বলে—
গো, মন কেঁদে মোর বলে,
হারিয়ে যে যাই খুঁজতে গিয়া
নয়ন-জলে ভাসে হিয়া গো—
(আজ) আমার মনের মাঝে হে মনোহরণ, তোমায় হেরিলাম।

১৩৪৪ সাল

॥ ১১৩ ॥

এ বোঝা মোর নামাতে দাও,
সাঙ্গ হোল হাটের বেচাকেনা ;
আপনারে আজ চিন্‌তে যে চাই—
শেষ করেছি পথের জানা-চেনা।
দিনের আলো রাতের আঁধার,
কান্না হাসির এপার ওপার,
বারে বারের এ খেয়ায় মোর
(থামাও ওগো) থামাও আনাগোনা।
মাটির গড়া সুখের দেশে
নিঃস্ব আমি ভালোবেসে,
এ নাট্যমঞ্চের পুতুল-নাচে
আর যে আমার দিন চলে না।
ভেঙে দাও মোর খেলার পুতুল,
চাইনে খেলার সাথী,
বাইরে আলো নিভিয়ে দিয়ে
ঘরে জ্বালাও বাতি,
আমায় নিয়ে আমার শুধু
চলুক আলোচনা।
আমি শেষ করেছি পথের জানা-চেনা।

ফাল্গুন ১৩৪৫

॥ ১১৪ ॥

আর তোমারে চাইবো নাকো—
বুঝেছি আজ তোমার ফাঁকি।
আমায় তুমি কর্‌ছো পাগল
আমার মনে ডুবে থাকি।
বল্‌ছি যাঁকে "তুমি তুমি"
সেই তো যে গো আমার আমি,
বিয়োগ হ'লে তুমি আমি
শূন্য কেবল থাকে বাকি।
এ জগৎ এক লুকোচুরি,
সকল চোর—আর একটি "বুড়ী"
মিছেই কেবল যাচাই করা,
এক আসল—আর সকল মেকি।
ভেঙেছে মোর দিকের ভুল,
অকূলে আজ মিলেছে কূল,
বন্ধ-মুক্তির ঘুচলো ধাঁধা,
থাম্‌লো খাঁচায় মুক্ত-পাখী।

ফাল্গুন ১৩৩৯

॥ ১১৫ ॥

যে গান তোমারে শুনাতে চাই
হয় নি সে-গান গাওয়া,
মরমের সুর কথার মালায়
বিফল গাঁথিতে যাওয়া।

কহিবার ভাষা মেলে না তো হায়,
চোখে আসে জল কণ্ঠ থেমে যায়,
কেমনে শুনাবো সে-কথা তোমায় ?
মিছেই বলিতে চাওয়া।

মোর মনের নয়নে মিলাও নয়ন
মরমের লিপি কর দরশন,
অন্তর অংগনে যত ব্যথা-আলেপন
(মোর) জনমে জনমে পাওয়া—

অন্তর দেখিয়ো অন্তরযামী, হৃদয়ে পাতিয়ো কান,
শুনে নিয়ো অন্তরের ভাষাহীন গান,
আমি দিতে চেয়েছি যে গীত-অবদান
হোলো না সে গান গাওয়া।

১৩৫২ সাল

॥ ১১৬ ॥

সাঁঝের আঁধার নামলো আঙিনায়—
আরো দেরি করবি কিরে হাটের ঝামেলায় ?
বেচা কেনা কোরে সারা
আগেই চ'লে গেছে যাঁরা,
ওপার হ'তে ডাকছে তাঁরা
অলখ্ হাতের ইশারায়।

যা কিছু তোর করার ছিলো
কী হোলো তার—কিবা রইলো,

হিসাবে তার কী লাভ অবেলায় ?
(ডাক্‌ছে নেয়ে বারে বারে রে)
পারের তাগিদ তর্ সবেনা, উঠ্‌তে হবে নায়।
খালি হাতেই চল্‌রে ঘাটে,
হাটের পুঁজি থাকুক্ হাটে
(নৈলে) পথের বোঝা টান্‌বে পিছে—চলা হবে দায়।

মাঘ ১৩৫৪

॥ ১১৭ ॥

ওপারের খবর নিয়ে কি
এপারে উড়ে' আসে পাখী ?
কি জানি, ও কার বারতা শুনায় মোরে ডাকি ডাকি !
কে আছে ঘাটে বোসে—
পাখীর মুখে জানায় কি সে ?
নামটী আমার বাঁশীতে তাঁর বাজায় কি সে থাকি থাকি !
আসবে কবে খেয়া বেয়ে
ওপারের ঘাটের নেয়ে—
"হবে রে হবে মিলন, আসবে সে শুভলগণ"
গানে গানে সেই কথা কি
আমার কানে শুনায় পাখী ?

ফাল্গুন ১৩৫৪

॥ ১১৮ ॥

নব-যুগ-নায়ক হে, বাজাও বাজাও নব পাঞ্চজন্য,
ঘূর্ণিত কর তব উদ্যত চক্র,
চূর্ণ করহে জটিলতা বক্র,
দেহ শক্তি, আনো মুক্তি, করো ধন্য।
মৃত্যু-ভয়ে ভীত ঘুমন্ত দেশ—
গাহো গাহো সঞ্জীবনী-মন্ত্র
"মরণ নহে ওরে জীবনের শেষ"—
মুছে দাও পাপ, দূর করো তাপ,
গত শত বরষের জড়তার অভিশাপ,
দূরে যাক্ শঙ্কা দুঃখ গ্লানি দৈন্য।

১৩৫৩ সাল

॥ ১১৯ ॥

আজ অবেলায় ঝরিয়ে দিলেম
অফোটা মুকুল,
অসময়ে ভাসিয়ে দিলেম
তোমার পূজার ফুল।
যে মধু এর বুকের মাঝে
লুকিয়ে আছে সঙ্গোপনে,
সে গন্ধ ছড়ালোনা
দিগদিগন্তের উপবনে,
সকলি আজ দিলেম তোমায়
ছিন্ন ক'রে মূল।

যে গীতি এর হয়নি গাওয়া
পায়নি যে সুর ছন্দ,
জানিনে তা' লাগবে তোমার
ভাল কিবা মন্দ,
তবু যে মোর দিতেই হ'লো—
হ'লো কালের ভুল।
অকালেই কালের স্রোতে
ভাঙলো আমার কূল।

॥ ১২০ ॥

বাঁধন যখন আপনি খুলে যায়
প্যাঁচের উপর প্যাঁচ জড়িয়ে
তারে বেঁধে রাখা দায়।
লাগলে পালে ঝড়ের হাওয়া
মিছেই তরী বাঁধ্তে যাওয়া
(ঢেউ-এর ভয় আর থাকে না যে—)
অকুল যারে ডাক্ দেবে সে আপনি ভেসে যায়।
পাহাড়ের ঝরণা ধারা
ছুটে যায় আপনা হারা,
মুখ ফিরিয়ে চায়না তো সে,
পাহাড় কি তার আপন থাকে ? সাগর পানে ধায়—
যে যাবার সে যায়—তারে ধ'রে রাখা দায়।

*ফাল্গুন ১৩৫৪

॥ ১২১ ॥

মাদক বিষে ভরা যে তোর মধুর পেয়ালা,
মাতাল হোয়ে বুঝিস্‌না তুই মরণ বিষের জ্বালা।
হীরের ছুরি লুকিয়ে আছে হাসির আড়ালে,
মিলিয়ে যাবে হাওয়ার ছবি ধর্‌তে গিয়ে হাত বাড়ালে,
তোর আরামের ফুলের বিছানা—
তলায় যে তার আগুন ঢালা।
সাদা চোখে দেখরে চেয়ে
(ওরে ও আপন ভোলা,)
তোর দেহ-তরী কাল-সাগরে
ভাসছে ডুবু ডুবু ক'রে
জীবন-মাঝি হাল ছেড়েছে, মরণ-ঢেউয়ে দিচ্ছে দোলা।

মাঘ ১৩৫৪

॥ ১২২ ॥

চৈতী হাওয়ায় শুক্‌নো পাতা
ধূলায় যখন লুট্‌বে—
কানন ভ'রে ডালে তখন
নবীন মুকুল ফুট্‌বে।
মৌমাছিরা গাইবে যে গান,
কোকিল তুল্‌বে পঞ্চমে তান,
যখন কুঁড়েঘরে জ্বল্‌বে আগুন
রোদনের রোল উঠ্‌বে।

কার তরে কে থাকে বসে ?
আজ যে কাঁদে, কাল সে হাসে,
আঁধারে যে লুকিয়ে আছে
আলো পেলেই ছুটবে।

মাঘ ১৩৫৪

॥ ১২৩ ॥

অনেক কিছু পিছনে তোর প'ড়ে
তাইতে ব্যথায় হৃদয় আছে ভ'রে
সামনে যেতে তাই বুঝি তোর ভয় ?
মিছে যে তোর এতদিনের গোপন সঞ্চয়।
পারের খেয়ার শেষের সীমানায়,
তোর সঞ্চয়েরি ধুলোর পাহাড়
মিশবে যে ধুলায়,
ভাবিস্ নাকি ? ওযে কিছুই নয়।
তোর যাত্রা পথে শঙ্কা বহু আছে,
অনেক বাধা লুকিয়ে ফেরে পাছে,
আপন লক্ষ্যে চিত্ত করো লয়
মিল্‌বে তোমার বাঞ্ছিতধন
পূর্ণানন্দময়।
তোর পথে পাওয়া ধরার ধুলোর অশেষ সঞ্চয়,
ওযে ধুলি—ওযে মিছে—ওতো কিছুই নয়,
এগিয়ে যেতে করিস্ কেন ভয় ?

॥ ১২৪ ॥

এ তো তাহা নয়—প্রিয়, তাহা নয়!
এর বেশী সে যে অনাবিল ধারা,
কেবলি আনন্দময়।
পূজা নিবেদন মোর যা-কিছু দিয়েছি,
প্রতিদানে তার যা-কিছু পেয়েছি,
সে তো প্রেম নহে—সে শুধু ছলনা,
ব্যথাভরা বিনিময়।
জানি না তো প্রিয়, কী যে আমি চাই,
কী যে দেবে তুমি, কী আমার নাই,
শুধু এই জানি—যা পেয়েছি আমি
সে তো সুখ নহে—শুধু দুখময়।

১৩৫১ সাল

॥ ১২৫ ॥

মনের গহনে বাজাও যে সুর,
গানেতে গাঁথিয়া ফুটাতে চাই।
অন্তরে আঁকিয়া যে পথ চিনাও
বাহিরে খুঁজিয়া নাহিতো পাই।
পথের পথিক নাহি আসে কেহ,
মেলেনা চলার সাথী,
দিনের পেছনে দিন ব'য়ে যায়,
বিফলে পোহায় রাতি—

বুঝিবার মতো নাহি কোনো জন,
বলিবার ভাষা নাই।
কথায় ফুটাও তব অকথিত বাণী,
পথহারা পান্থে পথে আনো টানি,
আমার সুপ্ত মনের গুপ্ত স্বপনখানি
জাগিয়া দেখিতে চাই।

১৩৫২ সাল

॥ ১২৬ ॥

পথের তীরে মরিস্ ঘুরে,
পথ যে চেনো নাই!
ও-তোর পথের সাথী নাই।
বুকের কাছে টানিস্ যারে সেও যে মিছে, হারাবি তারে,
চাওনি যারে, সে যে এসে হৃদয় দ্বারে পায়না কোনো ঠাঁই।
পথের মায়া পথিকে টানে,
সে যে মরুর মায়া নাহি সে জানে—
তাই পথের শেষে বেদনা আনে,
ভুলিস্‌নে সে টানে।
মনের মানুষ মনের মাঝে আছে,
থাক্‌তে সময় দাঁড়া তাঁরি কাছে,
সে যে গো মনের প্রভু—মনের প্রভুর
মনের ফাঁকি নাই॥

মাঘ ১৩৫৪

॥ ১২৭ ॥

"গান্ধিজী মহাপ্রয়াণে"

বিদায় বেলায় লও হে নমস্কার !
হে মহান মহিমাময়, হে ঋষি করুণাধার।
তোমার মন্ত্র তোমার দীক্ষা,
তোমার সাধনা তোমার শিক্ষা,
মরণ তোমার চরম প্রমাণ অমরতার।
পুণ্য-আলোক-উজল-পথে চলে গেলে তুমি বিজয়-রথে
হিংসা-অনলে আহুতি করিয়া
অহিংসা সিদ্ধ দেহ আপনার।
নমস্কার, নমস্কার, তোমায় নমস্কার।

৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮

॥ ১২৮ ॥

সারথি, চালাও জীবন রথ,
বিপথগামী চঞ্চল অশ্বে দেখাও উদয়-পথ,
চালাও জীবন রথ।
হান হান তব উদ্যত কশাঘাত,
করো কঠোর শাসন-রুদ্র-নয়নপাত,
দুর্নীতি দুষ্কৃতি করি ভস্মসাৎ
মুক্ত করহে কুশল পথ—
সে পথে চালাও জীবন রথ।

পিচ্ছিল দুর্গম পথ   বন্ধুর অতি
শঙ্কিত দুর্বল মন   মন্থর গতি,
সারথি,—ওগো সারথি,
ঘূর্ণিত রথচক্রে কেটে চলো পথ,
তীব্র বেগে চালাও জীবন-রথ।
হতাশা আঁধারে ক্ষীণ আশার আলো
উজ্জ্বল করি আরো   জ্বালো তুমি জ্বালো,
হিংসা-অনলে শান্তিবারি ঢালো—
আজি সন্তাপদগ্ধ মানব-জীবন-রথ
চিনাও সারথি, সত্য মঙ্গল-পথ।

ফাল্গুন ১৩৫২

॥ ১২৯ ॥

আগে চলো আগে চলো আগে চলো ভাই!
দশের মাঝে দেশের কাজে আগে থাকা চাই
নিজের মাথায় নিজের বোঝা,
নিজের পায়ে চল্‌বো সোজা,
নিজের হাতে নিজেরি কাজ
করতে লজ্জা নাই।
মানুষ হবো   গড়্‌বো মানুষ,
আগুন মোরা   নয়কো ফানুস্‌,
উল্‌কা-বেগে ছুট্‌বো কাজে
মানুষ হওয়া চাই।

আসুক দুঃখ আসুক মরণ,
আসুক বিপদ করবো বরণ,
টল্‌বো নাকো হেল্‌বো নাকো
এগিয়ে যাওয়া চাই।
সত্য লক্ষ্য ক'রে মোরা সত্য পথে চলবো,
সত্য রক্ষা করব সদা সত্য কথা বলবো,
সহজ জীবন করে যাপন মহান হোতে চাই
আগে চলো আগে চলো আগে চলো ভাই।

ফাল্গুন ১৩৫৪

১৩০

ঢেউ লেগেছে অচল-বিলে
বাঁধ ভেঙে ওই ছুট্‌ছে জল।
ভাসবি যদি স্রোতের টানে, চল্‌রে চল্‌—চল্‌রে চল্।
বদ্ধজলা উছল্ যে আজ,
নাইরে শঙ্কা নাইরে লাজ,
পাগল হাওয়ায় মাতাল হ'য়ে
হাসছে খল্ খল্,
চলার নেশায় মত্ত তরুণ, এগিয়ে চল্—এগিয়ে চল্।
ভাঙবে যা' তা' ভাঙুক নারে,
গড়্‌বো আবার নূতন ক'রে,
মরবে যারা তাঁদের তরে
অর্ঘ অশ্রু জল,

ফিরবো না কেউ—থামবো না কেউ, এগিয়ে চল্—এগিয়ে চল্।
শবের মালা গলায় প'রে
মহাকাল আজ নাচ্ছে ঘেরে,
সৃষ্টি-নাশা তাণ্ডবে তার
বিশ্ব টলমল্
ভাঙনেই গড়বে গঠন—এগিয়ে চল্—এগিয়ে চল্॥

॥ ১৩১ ॥

রুদ্র! আজ চোখের জলে তোমায় আবাহন,
ব্যথাহত বিশ্বজুড়ে দুখেরি দহন—
আজ দুখের নিবেদন।
মুক্ত তোমার আলোক বাতাস,
আনন্দময় তোমার আকাশ,
তোমার ভূমি তোমার অন্নে
কেন হা হুতাশ?
কেন হেথায় উঠ্লো জ্বলে হিংসা-হুতাশন?
শান্ত করো, স্নিগ্ধ করো পূর্ণ করো রসে,
দুর্বিনীতে দমন ক'রে আন তুমি বশে,
লাঞ্ছিতেরে মুক্ত করো, বীভৎসতা করো সংহরণ!
দুখের দিনের উৎসবে এই ব্যথার নিবেদন।

১৩৫৩ সাল

॥ ১৩২ ॥

দুখ-সাগরের সীমান্তে তোর চেতন-তীর্থপতি,
চালাও যাত্রি, চালাও তরি থামিয়োনা সাধন-দাঁড়ের গতি
আগুন জ্বালা ঢেউএ চ'ড়ে রক্তঢালা জলে
ভেসে চলো চলার নেশায় মরন-দোলার তালে,
ভয় পেওনা এগিয়ে চলো দৃঢ় ক'রে মতি,
জীবন-মরণ-চক্রবালে অমর-তীর্থপতি।
পূর্বাশায় ওই শান্তি-উষা কেটেছে কলুষ-কুয়াসা
নব যুগের স্বাধীন হাওয়া এলো,
যাত্রী ওগো মুক্ত-জীবন সাধক বিপ্লবী,
সাম্য মৈত্রীর দড়ি বেঁধে শক্তি-বাদাম তোলো—
আনন্দময় অমৃত-লোক গতির পরিণতি,
এগিয়ে চলো মুক্তিকামী, চালাও অগ্রগতি ॥

১৩৫৪ সাল

॥ ১৩৩ ॥

চল্ চলে ঐ বেজেছে শাঁক
শোন্‌রে তোরা শোন্
আঁধার কারার দোর খুলে আজ
ছুটিয়ে দেরে মন।
বিশ্বরূপ আজ বিশ্বমাঝে
সব ঢেলে দে বিশ্ব-কাজে
দেশজুড়ে এক দেউল গড়ে তোল্,

এক হ'য়ে কর্ পূজা সমাপন।

ছুটেছে বান্ কালের ডাকে

কোন্ বাধা আর বাঁধবে তাকে ?

এই জোয়ার চল্‌রে ভেসে

এই তো শুভক্ষণ ॥

১৩৫৪ সাল

॥ ১৩৪ ॥

ভাই ভগ্নী, এসো এসো—উদিত আশারি আলো।

ঘরে ঘরে থরে থরে জ্ঞান-দীপ জ্বালো।

সত্য-মন্ত্রে লহ দীক্ষা, সাম্য-তন্ত্রে হোক শিক্ষা

চিত্তে জাগুক শুভ ইচ্ছা, হৃদয়ে পুণ্য-আলো।

এসো ধন জন সব শক্তি লয়ে, চলো শুভ কর্ম-পথে।

সমধ্যানে সমপ্রাণে মিলন-মঙ্গল-রথে,

জ্ঞানে গুণে যশে মানে,

গ'ড়ে তোলো সর্ব জনে,

স্বাস্থ্যে সম্পদে গ্রামে গ্রামে আনন্দ ঢালো।

সংযমে আনো শক্তি,

সমবায়ে দুঃখ-মুক্তি,

সমাজে সংহতি, কুশল আনো

আনো যা কিছু ভালো ॥

॥ ১৩৫ ॥

সমাজেরি সংগঠনে নিজেরে করো দান।
অভাবেরি আতঙ্কেতে থেকো না ম্রিয়মান।
চিত্ত করো জয়—
ক্ষুদ্র স্বার্থে লুব্ধ হয়ে করো না শক্তিক্ষয় ॥
হাত মিলিয়ে দশের সাথে দেশের দশা জানো,
দেশবাসীর দুঃখসুখ নিজেরি ব'লে মানো,
লোভকে করো জয়—
সত্য-পথে এগিয়ে চলো, করো না কোনো ভয় ॥
গণ-ধর্মে শুভ কর্মে এসেছে আহ্বান,
সারি সারি নরনারী হওরে আগুয়ান,
সত্যে হবে জয়—
দুঃখ দৈন্য দূরে যাবে, নাহিরে সংশয় ॥
দুর্নীতিকে ধ্বংস করো, দুর্ভাবনা ছাড়ো,
সম্মিলিত শক্তি দিয়ে দরিদ্রতা মারো,
(হবে) হবে রে নিশ্চয়—
সমবায়ে সংগঠিত সমাজেরি জয় ॥

॥ ১৩৬ ॥

কর্ম জীবনে হে কর্মবীর, তোমারি হোক জয়।
উন্নতির পথে এ শুভ বিদায় হউক আনন্দময়।
হে সুধী উদার, কঠোর কর্ম-পথে
সত্য-পতাকা উড়ুক বিজয়-রথে,

সুস্থ সবল দীর্ঘজীবন তব হউক আনন্দময়,
দুঃখ দুঃসহ দেশ দেশ জুড়ি, করো সে দুঃখক্ষয়,
আনো শান্তি, আনো সাম্য, আনো বিজয় কল্যাণময়।
ন্যায়-বীর্য-বহ্নি তোমার বক্ষমাঝে,
কণ্ঠে তোমার সত্য-তূর্য বাজে,
জ্ঞানের দীপ্তি জ্বালাও বিশ্ব-মাঝে,
তোমারি গৌরবে ভারত-গৌরব গাহিবে জগতময়।

॥ ১৩৭ ॥

রক্তধারা ঝরে—রক্তধারা ঝরে!
রুদ্র, তোমার প্রলয় নৃত্যে আজকে বিশ্ব জুড়ে
রক্তধারা ঝরে।
বিষ মাখা কী বাজে বিষাণ,
আগুন কেন নেত্রে ঈশান?
হা হা রব যে ডমরুতে বাজে আর্ত্ত সুরে—
রক্তধারা ঝরে।
আবার
বাজিয়ে শঙ্খ কোন্ ভগীরথ,
শান্তি-গঙ্গায় দেখাবে পথ?
কোন্ সাধনে জাগবে পরাণ
অভিশপ্ত ভারত-শ্মশান-পুরে?

১৫ আগষ্ট ১৯৪৬

॥ ১৩৮ ॥

* মঙ্গল রূপ ভুভনবাগত স্বাগত হে নববর্ষ !

বঙ্কিম-পথ-বিঘূর্ণিত তব রথ-চক্র,
চূর্ণ-বিচূর্ণ করি দিক্ কুটিলতা বক্র।
*
কর সবল সুস্থ সরল সুন্দর বিশ্ব-জনে,
বিতরি শান্তি বিতরি প্রেম পবিত্র মনে।
*
সংযত কর, কর সংহত সাম্য বন্ধনে,
হিংসা কলুষ দূর হোক তব শুভ আগমনে।
*
আনো জীবনে চির নবীন শুভ্র উজ্জ্বল দীপ্তি,
করুণা তব বেদনা তব ভাংগুক অলস সুপ্তি।
*
হর সন্তাপ দেহ সান্ত্বনা সুখময় হর্ষ
স্বাগত, স্বাগত, স্বাগত শুভ নববর্ষ ॥

॥ ১৩৯ ॥

জেগে ওঠো জেগে ওঠো ঘুম-ধরা দেশ !
চোখ মেলে চাও জয়গান গাও
অন্তরে জাগে তব প্রভু পরমেশ।
জেগে জাগাও, মেতে মাতাও, শিখে শিখাও,
কল্পনা নহে কভু করমের শেষ—
আগে চলো—আগে চলো, পিছে পড়া দেশ॥

ধরমে দীক্ষিত করমে শিক্ষিত নির্ভীক বাংলার বীর,
উঁচু করো—উঁচু করো পদানত শির!
বাঙ্গালীর বাংলা, নহে তারা কাংলা
ফিরে চাও, গড়ে তোলো আপনার দেশ
বাঙ্গালীর ভাষা বাংলা—বাঙ্গালীর বেশ ॥

॥ ১৪০ ॥

আমরা দেশের আশা—আমরা দেশের আশা।
শক্ত মোদের মনের পণ, সত্য মুখের ভাষা।
আমরা দেশের আশা।
মোদের দেশের মাটী সোনার খনি
দেশবাসীকে দেবতা মানি,
যারা মোদের কর্‌ছে পালন শিল্পী মজুর চাষা।
গড়্‌বো মোরা নবীন দেশ সুস্থ দেহ শুদ্ধ বেশ,
সজীব হয়ে উঠবে জেগে মোদের মাতৃভাষা।
জ্ঞানের আলো ঘরে ঘরে জ্বালবো মোরা থরে থরে
ধনধান্যে পূর্ণ করি ঘুচাবো দুর্দশা।
মায়ের মত মা হবে সব ছেলের মত ছেলে
দেশের কাজে জীবন দিতে জুটবে দলে দলে।
আমরা দেবো অভয় তাদের শুদ্ধ ভালবাসা
বিশ্বজয়ী হবে তারা পূর্ণ হবে আশা।

॥ ১৪১ ॥

ভেঙ্গে গেল আজ সোনার স্বপন—
ছিঁড়ে গেল গাঁথা হার!
কিছু নাই আর কিছু নাই বাকী, শুধুই হাহাকার।
দগ্ধচূর্ণ শূন্যভবন ধূলি ও ধূম্রে অন্ধ নয়ন
কর্ণে বাজিছে অশনি-গর্জন
দলিত চরণে শোণিত ধার, নিভে গেল আজ
আশার প্রদীপ—নামিল অন্ধকার।
নরের রুধির নরে করে পান, বলি দিয়ে দেখ
কোটি কোটি প্রাণ,
পররাজ্য হরি গাহে জয়গান স্কন্ধে বহিয়া কলঙ্কভার—
নীতি হল আজ দলনতন্ত্র,
বিজ্ঞান গড়িছে নিধনযন্ত্র,

বিশ্ব করিতে ছাড়খাড়—
যুগে যুগে গড়া পল্লী নগরী ধ্বংস স্তূপাকার॥

(দ্বিতীয় মহাসমর)

॥ ১৪২ ॥

ভেঙ্গে গেল যদি জীর্ণ গঠন—ছিঁড়ে গেল যদি ডোর
শোক নাই তাহে শোক নাই কিছু,
নবসুরে বাঁধ্ বীণাটী তোর্।
গেল পুরাতন আসিবে নূতন, ঘুচিবে বিষাদ-তমসা ঘোর
ভয় নাই ওরে—ভয় নাই কিছু, এ দুঃখ-যামিনী হইবে ভোর।

বরষের পিছে বরষ ধায়   জয় পরাজয় মুছে নিয়ে যায়,
খসেপড়া পাতা পবন উড়ায় মুঞ্জরে মঞ্জরী নব সুষমায়,
হাসিতে শুকায় নয়ন লোর,
ক্ষতি নাই ওরে, ক্ষতি নাই কিছু—
ভাংগনে ঘটিবে গঠন তোর।
জেগে ওঠ্ আজি ওরে তন্দ্রাহত,
উঁচু কর্ শির ওরে পদানত!
দূরে ঠেলে ফেলে ভয় ভ্রান্তি যত কর্ সত্যাশ্রয়
সত্যে হয় জয়—আঘাতে কি ভয় তোর্?
এলো জাগরণ   ভাঙ্গিল স্বপন ঘোর।

(যুদ্ধান্তে)

॥ ১৪৩ ॥

ঊষার আলোকে ফুটিয়া যে ফুল সন্ধ্যায় ঝরিয়া যায়
সে তো ক্ষণিকের, তবু মনোরম, তাই ভালবাসি তায়।
যে ঝরণা ধারা মধুর ঝংকারে
পুলক জাগায়ে ঝরঝর ঝরে
সেও ক্ষণিকের, সেও চঞ্চল বাঁধিতে পারি না তায়।
তেমনি হে তুমি ওগো সুমহান,
ক্ষণিকের সুধা ক'রে গেলে দান
স্নেহ করুণায় প্রীতি মমতায় স্নিগ্ধ উদার মহিমায়।
সেবিব তোমায় কোন্ উপচারে?
কোন্ কথা আজ কহিব তোমারে?
শ্রদ্ধা-অঞ্জলি শুধু অশ্রু-বিন্দু লহ বিদায় বেলায়।

॥ ১৪৪ ॥

সুন্দর হে, বেঁধে নাও মম জীবন-বীণা।
তোমারি সুরে তোমারি ছন্দে
মম জীবন-বীণা—তব অঙ্কলীনা।
বাজাও মধুর পরশ ঝংকারে
তোমারি রাগিণী গভীর ওঁকারে,
সে সুর মূর্ছনা মরমের তারে
রণিয়া করুক সঙ্কোচ হীনা, মৌন জীবন-বীণা।
অকথিত তব পরম বাণী
মুখর গানে গাঁথিয়া দাও,
পরতে পরতে আঘাত হানি
নবীন সুরে সে গীতি বাজাও
এ বীণায় তব গৌরব হীনা-
সরল করহে, সার্থক কর,
সফল করহে সত্যময় কর বিফল জীবন-বীণা,
সুন্দর হে ওগো সুন্দর !
তব অঙ্কলীনা—
বেঁধে নাও মম বিফল জীবন বীণা।

॥ ১৪৫ ॥

অন্তর হইতে অন্তরতম
বাহিরে টানিয়া আনি—
মরমের রঙে গড়েছি তোমার মানসী-মূরতিখানি ॥

মোর ভাষা নিয়ে তুমি কথা কও,
স্থপথে বিপথে মোর সাথে সাথে রও,
তোমার আলোতে আমার আঁধারে
হোক্ তোমায় আমায় জানাজানি ॥
চাহিনা স্বর্গ চাহিনা মুক্তি চাহিনা যা কিছু নাই।
সুখে দুঃখে মোর সারা দেহ মনে তোমারি সংগ চাই।
অন্তরের আমি বাহিরের তুমি
"দুই" যেনো নাহি মানি ॥

॥ ১৪৬ ॥

তুমি আনন্দেরি আড়াল দিয়ে রইলে যে গো দূরে।
এসো নিঠুর, এসো নেমে দীনের দুয়ারে।
ব্যথার ছোঁয়া লাগুক পায়ে দুঃখ পরশ করে গো,
ব্যথা পরশ করে
দুঃসহ বেদনে এসো, এসো দুখীর চোখের জলে
আনন্দময় চরণ রাখো ভাংগা বুকের পরে গো,
ভগ্ন হৃদয় জুড়ে ॥
অভয় দিয়ে ভয় ভেঙে দাও ভীরুতা যাক্ দূরে,
হে নাথ, জড়তা নাও হরে—
রুদ্র, তোমার দখিন পাণি রাখো মাথার পরে
রাখো পরম স্নেহভরে।

অশেষ আশার অবাধ টানে
তলিয়ে যে যাই অতল পানে,
সান্ত্বনা দাও ওগো শান্ত! অপূর্ণতা পূর্ণ ক'রে,
থেকোনা আর দূরে ॥

॥ ১৪৭ ॥

বঁধুরে, তোর গুণের কথা
আপন মনে মনকে বলি।
দেখা পেলে সুধাতাম যে
এ চাতুরী কোথায় পেলি?
মন দিয়ে তায় ওরে বঁধু, রং চড়ালি খাম্‌খেয়ালী
চোখ দিয়ে তায় পরিয়ে দিলি
সেই রঙএরি রঙ্গীন ঠুলী।
আবার পেটের মাঝে জ্বালিয়ে আগুন
কাঁধে দিলি ভিক্ষার ঝুলি।
যেমন ভাবি— তেমন দেখি,
যেমন গরজ— তেমন শিখি,
আপন ছায়া বাইরে দেখে
দেখার ছলে মনকে ছলি,
আপন ভুলে কর্‌লি অন্ধ
পরের ভুলে বলাস্‌ বুলি ॥

॥ ১৪৮ ॥

মন্ ভোলা ওরে মন ভোলা,
তুই ভুল্‌বি কত আর !
সোজা পথের হদিস্ জেনে কেন বাঁকিস্ বারে বার ?
চোখ থাকতে রইলি অন্ধ,
আপন ফাঁদে আপনি বন্ধ,
তোর্ উল্টা বুঝের বুঝ দিতে যে
যুক্তি মেলা ভার।
সেদিন যে তোর আসবে কবে
মনকুঠী তোর উজল হবে—
ঝুটা সাচ্চা নিবি বেছে,
বোধ হবে তোর সুধা বিষের তার ?
ভাবের ঘরে ক'রে চুরি
ভাংলি আপন দোকানদারী,
লুকিয়ে দেখে যে মহাজন
খোঁজ রাখিস্ না তার ॥

॥ ১৪৯ ॥

মনকে শুধাই— "মনরে আমার মন !
এতো হাটের ব্যবসায়ে কতো উপার্জন—
তোমার কতো উপার্জন ?"
"কতো বা লাভ কিবা ক্ষতি,
কোথায় পেলে কি বেসাতি,

কোন্ হাটে বা মিল্‌লো তোমার
কী অপূর্ব ধন ?"
মন বলে মোর "দেখছি খাতা,"
"এ যে কালির দাগে ভরেছি পাতা।
তহবিলে নাইকো জমা, ভেঙেছি মূলধন !"
"না গো না— আছে জমা আছে,
শেষের পাতায় মোট ঠিকেরি কাছে
লেখা আছে হাটের-শেষে পাওয়া সত্য-ধন
এবারের এ বাণিজ্যেতে সকল ক্ষতির পরে
ওই গরমিলেরি সঞ্চয় আমার
অমূল্য রতন।"

॥ ১৫০ ॥

কার কাছে তুই শুধাবি মন,
যে কথা তোর মনে ?
কোথায় দিবি নামিয়ে বোঝা
দাঁড়াবি কোন্ খানে ?
ঘরের মানুষ ঘরের কথা কয়,
বনের মানুষ বনের কথা ভনে—
(ওযে) বনের কথা অচল ঘরে, ঘরের কথা বনে।
যে জন বনেও নয়রে ঘরেও নহে
তুই বসিস্ তারি সনে ॥

সেই ঘাটেতে নামিয়ে বোঝা চলবি চলার পথে,
তোর মনের মানুষ বুঝে ব্যথা, চল্‌বে চলার সাথে,
সে জানে তোর মনের কথারে—
খোলা দিলে শুধাবি তায়,
যে কথা তোর মনে,
ঘরের কথা থাকুক ঘরে,
বনের কথা বনে ॥

॥ ১৫১ ॥

সাঁঝের খেয়া লাগলো ঘাটে,
তোরা আয়— ওরে আয়!
শুনিয়ে যাব শেষের গান মোর,
শুন্‌বি যারা আয়—
আমায় ঘিরে দাঁড়া এসে ভাংগা আঙ্গিনায়, ওরে আয়!
নীড় ভাংগা ওই উড়ো পাখী
গান গেয়ে যায় আপন মনে,
জানিস্‌ কি, সে কী গেয়ে যায়
সঙ্গীহারা বিজন বনে?
শুন্‌বি যদি কী গান গায়— ওরে আয় তোরা আয়।
শোনরে গাহে পাখী—
"কতবার যে বেঁধেছি ঘর
বারে বারে লেগেছে ঝড়,

ভাংগার পরে আবার গড়ন্,

গড়তে গিয়ে লাগে ভাংগন,

চলেছি তাই ভাংগা-গড়ার অতীত সীমানায়।"

শুনিয়ে যাব শেষের গান মোর

তোরা আয়—ওরে আয়॥